উৎসর্গ।

স্নেহপ্রবণহৃদয়া

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু

ও

শ্রীমতী বিধুমুখী রায়

করকমলেষু।

ভগিনি,

স্বামী যবনহস্তে নিহত হইলে ও পুত্র পলায়ন করিলে পর বীর-নারী দ্রোহীরাজপত্নী অতুল সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া নারী-কুলে যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, এ দরিদ্র তাহার উপযুক্ত আভরণ দানে অক্ষম; সুতরাং নিরাভরণা ক্ষত্রিয়কন্যাকে আপনাদিগের করকমলে সমর্পণ করিলাম। আমি আপনাদিগের নিকট যে অপরিশোধনীয় স্নেহে আবদ্ধ আছি, এ তাহার প্রতিদান নহে। আপনারা অনেকবার বিপদে—দুঃখ, যন্ত্রণা, নিগ্রহ, তিরস্কারের সময় স্নেহ ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আর এক নূতন তিরস্কারের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, স্নেহে যেন বঞ্চিত না হই।

অনুরাগিন্।

শ্রী——

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

স্ত্রীলোক

রাণী ... ... দ্রোহীরাজ (ডাহিরের) পত্নী।

বধূ ... ... ঐ পুত্রবধূ (জয়সিংহের স্ত্রী)।

দেবকী... ... রাণীর সখী।

সুরঙ্গিণী ... বধূর সখী।

সুনীতি ... মন্ত্রীর কন্যা।

সরমা ... ... ঐ সখী।

কুন্দলতা }
বীরজা } ... ক্ষত্রিয়কন্যা।

দেবলা ... ... ব্রাহ্মণের স্ত্রী।

পুরুষ

গঙ্গাদীনসিংহ }
ভীমসিংহ }
ধীরসিংহ }
রণবীরসিংহ } ... সেনানায়ক।

মহম্মদ কাসিম ... যবন সেনাপতি।

জৈন খাঁ }
ইছফ খাঁ } ... সৈনিক কর্ম্মচারী।

দৌবারিক, মন্ত্রী, দূত, অস্ত্রবৈদ্য, সেনাপতি, ব্রাহ্মণ,
সন্যাসী, দাসী ইত্যাদি।

বীর-নারী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আলোর নগরের রাজপ্রাসাদ।

রাণী ও দেবকী আসীন, পরিচারিকা দণ্ডায়মান।

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌ। রাজকুমারের নিকট হতে দূত এসেছেন, তিনি দ্বারে উপস্থিত, অনুমতির অপেক্ষা করছেন।

রাণী। যুদ্ধক্ষেত্র হতে যে কেহ আসুক, অনুমতির অপেক্ষা করবে না, কালাকালের বিচার করবে না, তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে আসবে; আমি সর্ব্বদা তাদের সহিত সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত আছি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার একমাত্র প্রাণধনপুত্র—দুঃখি-নীর শেষ অবলম্বন, পিতৃহন্তা যবনের মুণ্ডচ্ছেদ করতে উপস্থিত

আছেন। মায়ের নিকট পুত্রের কুশলবার্ত্তা নিয়ে আসতে আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, রাজনীতি রক্ষার আবশ্যক নাই। দৌবারিক, তুমি দূতকে ত্বরায় নিয়ে এস।

দৌবারিকের প্রস্থান।

দূতকে লইয়া পুনরায় দৌবারিকের প্রবেশ।

দূত। (উষ্ণীষ উত্তোলন করিয়া) ভৃত্য প্রণাম করে।

রা। আপনি কুশলী হউন। যুদ্ধক্ষেত্রের মঙ্গল? রাজকুমার কুশলে আছেন?

দূ। আমি সংগ্রামস্থান হতে আসি নাই। রাজকুমার কুশলেই আছেন।

রা। (কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া) যুদ্ধক্ষেত্র হতে আসেন নাই, তবে রাজকুমারের কুশল জানলেন কি রূপে?

দূ। তিনি সমরস্থল পরিত্যাগ করেছেন।

রা। (অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া) কেন? সৈন্যসংগ্রহ উদ্দেশে?

দূ। না। পঙ্গপাল সদৃশ যবনসেনার সম্মুখে, তিনি কত সৈন্য সংগ্রহ করবেন? যুদ্ধে জয় লাভের আশা নাই।

রা। (দৃঢ় ও গম্ভীর স্বরে) দূত, তবে কি সে কাপুরুষ পুত্র যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে? আপনি কি এই নিদারুণ সংবাদ লয়ে এখানে উপস্থিত? (খেদ সহকারে) হায়! তার মৃত্যু সমাচার নিয়ে এলেন না কেন?

দূ। জননি, অমন অমঙ্গলের কথা বলবেন না।

রা। এমন পুত্রের মৃত্যু আমার পক্ষে মঙ্গল-বার্ত্তা—অমঙ্গল নহে।

দূ। রাজকুমার উত্তরাভিমুখী হয়েছেন।—

রা। কেন?—দক্ষিণের পথ কি কণ্টকাকীর্ণ? হা কাপুরুষ! ক্ষত্রিয় সন্তানের মৃত্যু ভয়?

দূ। রাজকুমার আমাকে শ্রীচরণে এই নিবেদন করতে অনুমতি করেছেন,—যবন সেনার হস্তে নিস্তার নাই; যত শীঘ্র পারেন, আপনারা তাঁর সঙ্গে একত্রিত হয়ে মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কোন নিভৃত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করুন। তিনি নিরাপদ স্থানের অনুসন্ধানে অগ্রগামী হয়েছেন।

রা। তাই হোক্—তিনি সেই চির নিরাপদ স্থান আশ্রয় করুন। আমরা যবন সেনাপতিকে (অন্যায় যুদ্ধকারী সেনাপতি নামের যোগ্য নহেন)—সেই দস্যু ও নর-ঘাতককে সমুচিত শাস্তি প্রদান করে শীঘ্রই তার অনুগমন করব।

দূ। সে কি! যে যবনসেনাপতির হস্তে বীর-কেশরী দ্রোহীরাজ নিহত হলেন, আপনার বীর-ব্রতাচারী পুত্র যার ভয়ে পলায়ন করলেন, আপনি স্ত্রীলোক—

রা। ক্ষত্রিয় দূতের মুখে এমন অমর্য্যাদার কথা? এই কি ক্ষত্রোচিত বাক্য? ভারতনারী—ক্ষত্রিয়কন্যা যুদ্ধে অসমর্থা? সিংহী শৃগালের ভয়ে পলায়ন করবে? দেখছি, যবনের অপবিত্র নিশ্বাস এখনই আপনার ক্ষত্রধর্ম্ম বিলুপ্ত করেছে। হা!

ভারতভূমি! তুমি যবনের পদানত হলে, তোমার সন্তানগণের যে কি দুর্গতি হবে, তোমার সন্তানগণ যে কেমন নীচ ও অপদার্থ হয়ে যাবেন, এখনই তার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। নতুবা কোন্ ক্ষত্রিয় সন্তানের মুখে নারীজাতির প্রতি এমন অমর্য্যাদার কথা বাহির হয়? কোন্ ক্ষত্রিয় বন্দী অন্যায় যুদ্ধকারী ঘাতকের স্তুতিবাদ করে? কোন্ ক্ষত্রিয় স্বদেশের ঘোর উপদ্রবকারী বিধর্ম্মী যবনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে বিমুখ হয়ে ভয়ে পলায়ন করে? যবনের পাদস্পর্শে আজই ভারতের এই হীনদশা, ভবিষ্যতের গণনা করতে হৃদয় কম্পিত হয়।

দূ। আপনি যবন সৈন্যের সংখ্যা, তাদের উৎসাহ ও সাহস এবং যবনসেনাপতির পরাক্রম ও যুদ্ধকৌশল দেখতে পেলে কখনই আমাকে এই অন্যায় তিরস্কার করতেন না। আমি স্বদেশানুরাগিতার অনুরোধে সত্যের অগৌরব করতে পারি না।

রা। ভীরুর নিকট যা সত্য, বীরের নিকট তা মিথ্যা, মূর্খ যা সত্য মনে করে, জ্ঞানী তা অলীক কথা বলে উপহাস করেন। আপনি যবন সৈন্যের আস্ফালন দেখে ভীত হতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত বীরপুরুষ—সাধু ক্ষত্রিয় সন্তান তা তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন। বিপক্ষের লক্ষ সৈন্যের মধ্যেও তিনি একাকী অটল, কাপুরুষের ন্যায় তাঁর মৃত্যু ভয় নাই।

দূ। আপনি রাজমহিষী, আমি ভৃত্য, আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করা আমার উচিত নহে।

রা। দূত, আমি অন্যায় অধিকার গ্রহণ করতে চাই না।

আপনার যা বক্তব্য থাকে, বলুন; সত্য বলতে ব্যক্তিবিচা-রের আবশ্যকতা কি?

দূ। না, আমাকে আর কিছু বলতে হবে না, সময়ই আমার বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করবে।

রা। আমরাও ব্যগ্রহৃদয়ে সেই সময়েরই অপেক্ষা করছি। দৈবানুগ্রহ ভিন্ন যবনসেনা কখনই জয়লাভে সমর্থ হবে না। পলাতকের সহচর কি নিজ বাক্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করবেন?

দূ। আমার বিলম্ব হলে রাজকুমার উদ্বিগ্ন হবেন, তাঁর আদেশ লয়ে আমি এখানে উপস্থিত; তাঁর যে নিবেদন ছিল, ভৃত্যের তা বলতে অবশিষ্ট নাই; এখন কেবল অনুমতির অপেক্ষায়ই দণ্ডায়মান আছি।

রা। দূত, আপনি সেই ক্ষত্রিয়াধমকে বলবেন—দ্রোহী-রাজপুত্র এত কাপুরুষ, লোকে একথা বিশ্বাস করবে না—সে আমারই চরিত্রে সন্দেহ আনয়ন করছে। আমি আর এমন নরাধম পুত্রের মুখ দেখতে চাই না। যবনের নিশ্বাসস্পর্শে তার ক্ষত্রিয়তেজ যদি এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হয়ে থাকে, তবে সে আত্মরক্তে এই মহাপাপের যেন প্রায়শ্চিত্ত করে। আমি স্বামীহন্তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ক্ষত্রকুলের এই মহা-কলঙ্ক প্রক্ষালন করব; পরে স্বর্গীয় মহাপুরুষের অনুগামিনী হ'ব। নিস্তব্ধ।

দূ। এই যদি আপনার দৃঢ় সঙ্কল্প হয়, তবে আমি রাজ-কুমারকে গিয়ে বলি, তিনি ত্বরায় ফিরে আসুন।

রা। এ রাজ্যে ভীরুর স্থান নাই। পুত্র বলে ক্ষত্রিয় কন্যা সে নিয়মের অন্যথা করে না; রাজবিধি সকলকেই সমানরূপে আশ্রয় করে।

দূ। তবে বধূ মাতাও কি যাবেন না?

রা। সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

দূ। তিনি কোথায়?

রা। তাঁকে এখানে আনাচ্ছি। (দাসীর প্রতি) শীঘ্র বউকে ডেকে আন।

দা। যে আজ্ঞে চল্লেম।

[দাসীর প্রস্থান।

বধূকে লইয়া দাসীর প্রবেশ।

বধূ। দাসী উপস্থিত।

রা। এই দূত তোমাকে নিতে এয়েছেন। ইচ্ছা হলে যাওয়ার আয়োজন কর।

ব। কোথায় যেতে হবে?—যুদ্ধক্ষেত্রে? আহত ও পীড়িত সৈন্যের সেবায় নিযুক্ত হওয়া ক্ষত্রিয় কন্যার পরম সৌভাগ্য বটে।

রা। যুদ্ধক্ষেত্রে কার সঙ্গিনী হবে? তথায় তোমার কে আছে? পলাতকের অনুসরণ কর।

ব। কে পলাতক?—আপনার পুত্র?

রা। আমার পুত্র জীবিত নাই।

ব। (সচকিতে) তবে কি আমি বিধবা? তিনি কি যুদ্ধে নিহত হয়েছেন?

রা। না। তোমার স্বামী পলাতক।

ব। আমি পলাতকের পত্নী, আপনি গুরুজন হয়ে কি অপরাধে আমায় এ তিরস্কার করছেন।

রা। এ তিরস্কার নহে; যথার্থ কথা।

ব। যদি ইহা যথার্থ হয়, তবে ইহাও যথার্থ, আপনার পুত্র পলাতক; আমি আপনারই পুত্রবধূ।

রা। যে পলাতক সে আমার পুত্র নহে। ক্ষত্রনারী পলাতক কাপুরুষকে গর্ব্ভে ধারণ করে না।

ব। যে পলাতক সে আমারও পতি নহে। ক্ষত্রিয় কন্যা পলাতক ভীরুকে পতিত্বে বরণ করে না।

রা। তবে কি তুমি আমারই ন্যায় সেই পলাতক ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গারকে পরিত্যাগ করলে?

ব। (গম্ভীরস্বরে) করি--লাম।

রা। ধন্য তোমার জননী। তিনিই রত্ন-গর্ব্ভা—দেবানু-গৃহীত ভাগ্যবতী। মা, তিনি তোমাকে গর্ব্ভে ধারণ করে পবিত্র হয়েছেন। অমন নরাধম পুত্র অপেক্ষা তোমার ন্যায় বীরকন্যা লাভ করলে বংশ পবিত্র হত—ক্ষত্রনামে এ কলঙ্ক আসত না। মা, আমার এই দারুণ দুঃখ ক্ষোভের সময়

এই একমাত্র সান্ত্বনা যে, তুমি আমার গৃহের লক্ষ্মী। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন। দূত তোমারই আদেশের অপেক্ষা করে আছেন, তাঁকে যা বলতে হয় বলে বিদায় কর।

ব। (দূতের দিকে মুখ ফিরাইয়া) দূত আপনি যদি এতক্ষণ আমারই বাক্য প্রতীক্ষা করে থাকেন; তবে বলবেন—

দূ। অধীনের প্রতি যে আদেশ থাকে, তাহা পত্র——

ব। আমি আর পত্র লিখে লেখনীকে কলঙ্কিত করব না; জিহ্বাকে অপবিত্র করতেও ইচ্ছা হয় না, কেবল গুরুজন আজ্ঞায়ই বলছি—আপনি তাঁকে—(আর আত্মীয়তার বাক্য ব্যবহার করতে পারি না) সেই পলাতক পুরুষকে বল্‌বেন, আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, তা তাঁর স্মরণ থাকলে আমাকে পলাতকের অনুগামিনী হতে সাহস করে অনুরোধ করতেন না; তিনি যে বীরব্রতাচারী মহৎ বংশের সন্তান বলে পরিচিত, তা স্মরণ থাকলে তিনিও পিতৃ-হন্তা যবনের সমুচিত প্রতিফল না দিয়ে কাপুরুষের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করতেন না। স্বদেশের স্বাধীনতা, পিতৃকুল-গৌরব, সাধ্বীগণের সম্ভ্রম হতে, তাঁর জীবন যদি এতই মূল্যবান্ হয়, আপনি তাঁকে বলবেন, তিনি সিংহ-তাড়িত শৃগালের ন্যায় প্রাণ লয়ে যথায় ইচ্ছা পলায়ন করুন, আমার জন্য তাঁকে ভাবতে হবে না; আমার কর্ত্তব্য কি, আমি জানি। ক্ষত্রিয়কন্যা পলায়ন করে প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষা করতে চায় না, সে প্রাণ দিয়ে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করতে জানে। চিরদিন কেহ পলায়ন করে মৃত্যুর হস্ত হ'তে

রক্ষা পেতে পারে না; তিনিই কি তা পারবেন? শেষ কথা এই,—আমি স্বর্গীয় মহাত্মা দ্রৌহীরাজের পুত্র-বধূ, পলাতকের কেহ নই। (বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে অশ্রুপূর্ণলোচনে পশ্চাৎদ্বার দিয়া অপসরণ)

দূ। (রাণীর প্রতি) তবে কি ভৃত্য বিদায় হবে?

রা। (বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে) আচ্ছা, আসুন।

দূ। ভৃত্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

[প্রস্থান।

রাজ্ঞীর অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পতন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

(দেবকী ও পরিচারিকাগণের রাণীকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ।)

দেব। কি বিপদ! এ কি হল! দাসীরা সব গেল কোথায়? এখানে যে কেউ নেই?

দাসী। (বিরক্তি সহকারে) আবার কে ডাকচে? (বহির্গত হইয়া সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! অ্যাঁ! একি, একি, বিপদের উপর বিপদ! কি হয়েছে? (দেখিয়া) ওমা! মারাণী এমন হলেন

কেন ? মানুষের বিপদ কি একা আসে না ? সমুদ্রের তরঙ্গের মত একটার পর আর একটা আসছে,—আর বিরাম নেই।

দেব। (সচকিতে) আর কি হয়েছে ?

দাসী। আর কি হবে ? হওয়ার বাকি কি ?

দেব। অভাগি! বল্ না, শীগ্‌গির বল্।

দাসী। কি বলব—সর্ব্বনাশ! দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, রাজা গেলেন,—রাজপুত্র পালালেন।

দেব। অ্যাঁ! অভাগি! ও সবত জানি, নূতন কি ?

দাসী। বউমার মাথা ফেটেছে, তীরের মত রক্ত ছুটছে।

দেব। অ্যাঁ! অ্যাঁ! কি করে—কি করে এমন হল ?

দাসী। মা রাণীর নিকট হতে যেমন আসছেন, অমনি অচেতন হয়ে, সিঁড়ীতে পড়ে গেলেন, মাথা ফেটে রক্ত ছুটল, দেখতে দেখতে শ্বেত পাথরের সিঁড়ী রক্তে লাল হয়ে গেল।

দেব। (ব্যস্ততা সহকারে) এখন কেমন ?

দাসী। এখনও তীরের মত রক্ত ছুটছে—জ্ঞান নাই—একেবারে অচেতন!

দেব। ধর্—ধর্—রাণীকে ধর্—ঘরে নিয়ে যা। আমি বউকে দেখতে চললেম।

[প্রস্থান।

রাণীকে লইয়া পরিচারিকা ও দাসীগণের গৃহপ্রবেশ।

দেবকীর বধূর গৃহে প্রবেশ।

দেব। (আতঙ্কিত হইয়া) ওমা একি সর্ব্বনাশ! বউ যে গেল, গেল! বিছানায় যে রক্তের নদী! (দাসীদিগের প্রতি) তোরা সরে যা, বাতাস খেলতে দে, শীগ্‌গির জল আন্, মাথায় ঢাল্।　　ক্ষত স্থানে জলধারা দান।

সুরঙ্গিণী। (দাসীর প্রতি) মন্ত্রীকে ডেকে আন; শীগ্‌গির অস্ত্রবৈদ্য ডাকতে বল। ওমা নাড়ী যে আর পাওয়া যায় না; উঃ! বড় ক্ষীণ, ক্ষীণ!

দা। মন্ত্রী মশায়কে এখন পাব কোথা, তিনি যে বাড়ী—

সুর। অভাগি! তাঁর বাড়ীতে দৌড়ে যা না, শীগ্‌গির দৌড়ে যা।

[দাসীর প্রস্থান।

দেব। আর গোল করনা; মুখে জলের ছিটে দাও—দাও, শীগ্‌গির দাও!

সুর। রক্ত না থামলে জলের ছিটে দিয়ে কি হবে? এমন করে কতক্ষণ বাঁচবে?

দেব। বলি, তুমি দাও না, সে কথায় তোমার কাজ কি?

বিরক্ত হইয়া স্বয়ং জলের ছিটে দান।

সুর। (মুখভঙ্গি করিয়া) সে কথায় আমার কাজ কি ? উনি স্বয়ং ধন্বন্তরি !

দেব। আ ম'ল ! এ সময়ে আবার বিদ্রূপ। আমি ধন্বন্তরি হব কেমন করে ?

সুর। কেন, চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ে !

দেব। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) পোড়া মেয়ে মানুষের জাতকে পড়াবে কে ?

সুর। কেন, তুমি কি কখন পড়তে চেয়েছ যে, কেউ তোমায় পড়ায় নি? লোকে কথায় বলে ইচ্ছে থাকলেই পথ পাওয়া যায়।

দেব। মেয়ে মানুষের সে পথে কণ্টক !

দাসীর মন্ত্রী ও অস্ত্র-বৈদ্যকে লইয়া প্রবেশ।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ, কি বিপদ, এযে রক্তের নদী ! (অস্ত্র-বৈদ্যের প্রতি) মহাশয় শীঘ্র যা হয় একটা উপায় করুন।

অ, বৈ। ভয়ের কোন কারণ নাই, এখনই রক্ত থামবে, একটা সামান্য শিরা ছিন্ন হয়েছে মাত্র।

দেব। (সবিস্ময়ে) একটা সামান্য শিরা, তা হতে এত রক্ত ?

অ, বৈ। আজ্ঞে হাঁ। তবে কিনা হটাৎ উত্তেজনায় মাথায় বিস্তর রক্ত উঠেছে, এখনও মস্তিষ্কের ক্রিয়া হচ্ছে, তাতেই এত রক্তস্রাব। (কথা কহিতে কহিতে শিরা বন্ধন ও ক্ষতস্থানে

প্রলেপ দান) আর কিছু করতে হবেনা; একটু ভিড় ছেড়ে দেন—এখানে এত লোকের প্রয়োজন নাই, দুই তিন জনেই যথেষ্ট হবে। একটু আস্তে আস্তে কথা কবেন, চৈতন্য হলে পর মনের উদ্বেগ বৃদ্ধি হয় এমন কোন কথা কবেন না, ভাল কথা কয়ে দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করবেন। (দাসীর প্রতি) একটু জল দাও, হাতটা ধুয়ে ফেলি। (দাসীর জলদান ও অস্ত্রবৈদ্যের হস্ত প্রক্ষালন)—(মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রী মহাশয়, চলুন তবে, মহারাণীকে দেখা যাক্।

মন্ত্রী। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দেব। কি আশ্চর্য্য! আমরা এতগুলি লোক ভেবে চিন্তে কিছু করতে পারলেম না, আর এ ব্যক্তি এসে দেখতে দেখতে রক্ত থামালে!

সুর। তাইত বলে 'যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।'

দেব। আমাদেরই বা একর্ম্ম সাজবে না কেন? শিখলে কি, আমরা আর চিকিৎসা করতে পারি না, বরং পুরুষে হতে ভাল পারি। কয়জন পুরুষ মেয়ে মানুষের মত রোগীর সেবা শুশ্রূষা করতে পারে?

সুর। যে আজ্ঞে; আপনি শিখুন, আপনাকে আমা দার-কবিরাজ করব।

দেব। তোমায় আর ঠাট্টা করতে হবে না। শিখবার পথ থাকলে শিখতেম কিনা দেখতে পেতে। নারী জন্মই বৃথা!—চির পরাধীন, হৃদয়ের যা ইচ্ছা তা করা যায় না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।) তোমরা এখানে থাক, আমি রাণীকে দেখে আসি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রীর-গৃহ।

সুনীতি ও সরমা আসীন।

দাসী একখানি পত্রহস্তে উপস্থিত।

দাসী। দেবি, একটী লোক এই পত্র খানি এনেছে।

[পত্র প্রদান।

সুনীতি। এ দেখি আমারই নামে।

[খুলিতে উদ্যত।

সর। সখি, কার পত্র?

সুনী। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কার পত্র—তাই ত কার, খুলে দেখা যাক।

সর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কেন, না খুলে কি বলতে পারনা? একি কোন অপরিচিতের?

সুনী। হাঁ, অপরিচিতেরই বটে।

সর। (যেন তিরস্কারচ্ছলে) সখি, এ বড় অন্যায়! তুমি অবাধে কুমারীনিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হলে?

সুনী। সেকি?

সর। সেকি?—কোন্ কুমারী গুরুজনের অনুমতি ভিন্ন অপরিচিত লোকের পত্র গ্রহণ করে?

সুনী। তা যেন আমিই করলেম, তাতে অপরাধ?

সর। অপরাধ গুরুতর!—সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন।

সুনী। সুনীতি কোন অন্যায় নিয়মের অধীন নহে।

সর। তবে আমি সেনাপতিকে বলে পাঠাই এ রাজ্যে একজন বিদ্রোহী বাস করছে, যদি তিনি মঙ্গল চান, শীঘ্র এসে তাকে বন্দী করুন।

সুনী। দেখা যাবে, তোমাদের সেনাপতির কত ক্ষমতা, সুনীতি নিজে বন্দী না হলে কে তাকে বন্দী করে?

(পত্র খুলিয়া পাঠ)

কি আমার পত্র—আমার পত্র পান্ নাই?

সর। কি হয়েছে?

সুনী। এই দেখ, তোমাদের সেনাপতি লিখেছেন, অনেক দিন আমার পত্র পান্ নাই।

সর। তবে কি তুমি পত্র লেখ নাই?

সুনী। লিখি নাই, কি অন্যায়! এ পিতারই চক্রান্ত;

কিন্তু আমি দেবধর্ম্ম সাক্ষী করে বলছি, কিছুতেই আমার এ প্রণয়ের গতি রোধ করতে পারবেনা, পিতার সমস্ত কৌশল—সমুদায় মন্ত্রণা—ব্যর্থ হবে। আমি সেনাপতির গুণের পক্ষপাতী, তাঁর কুল দেখব না।

সর। পিতা যদি প্রতিকূল হন, কি করবে?

সুনী। অভাগিনীর যা কিছু আছে—দেহ, মন, হৃদয় সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে ভিখারিণী হব।

সর। বিক্রয় করবে, কিনবে কে?

সুনী। বোধ হয় তোমাদের সেনাপতি।

সর। তবে পিতৃদ্বন্দ্বীর আশ্রয় নিয়ে পিতার অবাধ্য হবে?

সুনীতি। অবাধ্য হব না। তাঁকে বুঝিয়ে বলব, তিনি যেন স্নেহের কন্যার উপর অন্যায় অধিকার গ্রহণ না করেন।

সর। যদি না বুঝেন?

সুনী। (কাতর স্বরে) আমায়ও অসুখী করবেন, নিজেও অসুখী হবেন।

(চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত)

সর। সুনীতি, আমি আর তোমার কাতর স্বর শুনতে পারিনা। আমি অপরাধ করেছি, না জেনে তোমার মর্ম্ম-গ্রন্থিতে আঘাত করেছি। ঈশ্বর তোমা হতে অমঙ্গল দূরে রাখুন।

সুনী। সরমা, তুমি কোন অপরাধ কর নাই। আমার

মনে সদা যে ভাবনা জেগে আছে, তুমি তাই বলেছ বইত নয়।

সর। সখি, অমঙ্গল ভাবতে নাই, বিধাতা তোমার মঙ্গল করবেন।

সুনী। মঙ্গলামঙ্গল কিসে হয় জানিনা, বিধাতার যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক. কিন্তু সখি, যখন সিন্ধু উথলিয়ে উঠে বালির আল্ বেঁধে কে তায় নিবারণ করতে পারে। আমি আর মনের বেগ সম্বরণ করতে পারি না, আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেল, গেল। (ক্রন্দন)

সর। (সজল নয়নে) নিষ্ঠুর মন্ত্রিবর, কোমল হৃদয়া কন্যার যাতনা——

সুনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) পিতাকে নিষ্ঠুর বল না, তাঁর হৃদয় স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর নহে, তিনি কুলগৌরবে অন্ধ হয়েছেন, তিনি কৃপার পাত্র, তিরস্কারের যোগ্য নহেন।

সর। ধিক্ সে কুলগৌরবে! কোন্ হৃদয়বান্ কন্যাকে এত যাতনা——

সুনী। তিনি যদি আমার এই গুপ্ত যাতনা দেখতে পান, তাঁর কঠিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে পারেন না, এখনই আমার সহায় হন।

সর। না দেখুন, বুঝতে ত পারেন?

সুনী। বুঝবেনই বা কেমন করে? সেই বীর পুরুষের প্রতি আমার যে এত অনুরাগ, আমার প্রণয়ের মূল যে অঙ্কু-

রেই এত গভীর মৃত্তিকা ভেদ করেছে, তা আরত তিনি জানেন না। হা! দেহ হতে জীবন নিঃশেষ হবে, হৃদয়ের প্রতিগ্রন্থি ছিন্ন হবে, তথাপি আমার এ প্রণয়কে কেহ উৎপাটন করে ফেলতে পারবে না।

সর। যিনি এত বড় রাজ্যের মন্ত্রী, সমস্ত প্রজার সুখ দুঃখের সংবাদ লওয়া যার কাজ, তিনি নিজ গৃহকে বিস্মৃত ইহা কি সম্ভব? কে না জানে জলস্রোতের ন্যায় স্নেহ, প্রণয় বা বন্ধুত্বের গতি রোধ করতে গেলেই বিপদ—একমুখ বন্ধ কর, সে শতমুখী হয়ে বাহির হবে, শত মন্ত্রীর মন্ত্রণা একত্র হলেও তা নিবারণ করতে পারবে না।

সুনী। সরমা, তুমি যা বললে তা সম্পূর্ণ ঠিক। যত বাধা ততই হৃদয়ের বেগ বৃদ্ধি। কিন্তু পিতা সর্ব্বদা রাজ কার্য্যে ব্যস্ত, তিনি এ অভাগিনীকে বিস্মৃত হলে, তাঁকে নিন্দা করা যায় না।

সর। কোন্ নির্ব্বোধ অর্থের নিকট আপনার কর্ত্তব্যকে বিক্রয় করে? সিন্ধু দেশের মন্ত্রী ভিন্ন কে নিজ পরিবারের সুখ দুঃখে উদাসীন থাকে?

সুনী। সরমা, পিতাকে বৃথা অনুযোগ কর না। আমার অদৃষ্টকে নিন্দা কর।

(পত্র লইয়া পুনরায় পাঠ)

"আমি এই যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য শত্রুর মধ্যে থাকিয়াও ক্ষণকাল তোমাকে ভুলিতে পারি না?" আর কি শুনিতে চাই,

গভীর প্রণয়ের ইহার অধিক নিদর্শন কি? বীরপুরুষ আমায় প্রতি এতই অনুকূল। "কিন্তু নিষ্ঠুর তুমি কি আমায় ভুলিয়া গেলে?" আমি কি এই তিরস্কারের যোগ্য? না হৃদয়ত বলে না, তবে আমি কেন তাঁর কথায় সায় দেব? আঃ! তবু স্নেহের তিরস্কার কেমন মধুর।

সর। ঠিক বলেছ, স্নেহের তিরস্কার মধুরই বটে। স্নেহের আধিক্য না থাকলে কেহ কাহাকে তিরস্কার করে না; ইহা অধিক স্নেহের নিদর্শন বলেই এত মধুর। তবে সখি, আমি এখন যাই; তুমি শীঘ্র পত্রের উত্তর লিখে সেনাপতির লোকবে বিদায় কর।

সুনী। এত ব্যস্ত হলে কেন? এখনও বাবার আসবে অনেক বিলম্ব আছে।

সর। "শুভস্য শীঘ্রং" শীঘ্র বিদায় করাই ভাল।

সুনী। বাবা না আসতে কিকরে বিদায় করি?

সর। তিনি আসলে কি আর তোমায় পত্র পাঠাতে দেবেন।

সুনী। না দিন ক্ষতি নাই, তথাপি আমি গোপনে প্রণয় লেখন পাঠাব না। সুনীতি কখনও অবিশ্বাসের কাজ করে নাই, করবেও না। পিতার অনুমতি ভিন্ন কখনও সে সেনাপতিকে পত্র লেখে নাই, কখনও তাঁর পত্র গ্রহণ করে নাই

সর। কর নাই ?

সুনী। কখন ?

সর। এই যে এখন।

সুনী। পিতার অনুমতি ছিল।

সর। কেবল কি গ্রহণেরই অনুমতি, পাঠাবার নয় ?

সুনী। না, উভয়েরই।

সর। তবে গ্রহণে দোষ নাই, কেবল কি পাঠাতেই দোষ ?

সুনী। সরমা বিরক্ত হইও না। পিতা যে এ প্রণয়ের বিরোধী, তা আমি পরোক্ষে জেনেছি বই, এতদিন স্বয়ং তার কোন প্রমাণ পাই নাই। না জেনেই সেনাপতির পত্র গ্রহণ করেছি; কিন্তু এখন যখন জানলেম, তখন আর পত্র পাঠাই কিরূপে ? আমার হৃদয় বরং মরুভূমি হয়ে যাক্ তথাপি আমি গুপ্ত প্রণয়ের প্রয়াসী হব না, সুনীতি গুপ্ত প্রণয়কে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করে।

সর। তবে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

[নেপথ্যে—সরমা]

যাই। সখি, আমি চললেম।

[প্রস্থান।

সুনী। (চিন্তা করিয়া) এখন কি লিখি ? পিতা আমার প্রণয়ের প্রতিবাদী সেনাপতির পক্ষে এ কথা নিতান্ত অসহ্য হবে, তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হবেন। পিতার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা

বা ক্রোধ জন্মিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ সেনাপতি ক্ষুণ্ণ ও যুদ্ধে অনবহিতচিত্ত হলে রাজ্যের অমঙ্গল ঘটতে পারে। আমি ক্ষত্রিয়কন্যা হয়ে রাজ্যের অমঙ্গল ঘটাব? (আবার চিন্তা) তিনি প্রণয়ের অনুরোধে আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন; তবে যাই, নিজের অপরাধই স্বীকার করে লিখি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজভবন—বধূর গৃহ।

বধূ নিদ্রিত, দেবকী শয্যাপার্শ্বে আসীন।

দেব। নিদ্রা আবির্ভূত,—পদ্ম মুদিত হয়েছে, শরীরে রক্তের লেশ মাত্র নাই, বিষণ্ণতা যেন রূপ রাশিকে একেবারে ঢেকেছে। আহা! কি সহিষ্ণুতা, আত্মমর্য্যাদা রক্ষায় কেমন যত্ন, কেমন কুলগৌরব বোধ; কিন্তু তথাপি হৃদয়টী কেমন কোমল! বীরত্ব ও কোমলতা যে একাধারে বাস করতে পারে এ তারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত—স্নেহ দয়া যেন মূর্ত্তিমতী।

বধূ। এখন পলাতক?

দেব। একি স্বপ্ন?

বধূ। আর পালাবে? নির্দ্দয়, আর পালাবে?

দেব। আ! কুহকী স্বপ্ন, কত মায়া জান! তোমার অসাধ্য কি আছে? তোমার ছলনায় অপুত্রা পুত্র লাভ করে, দরিদ্র রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, পরাধীন জাতি স্বাধীন হয়, অভাগিনী বিরহিনীরাও পতি-সহবাসসুখে কৃতার্থ হয়ে থাকে।——.

বধূ। কি লজ্জিত হলে, হৃদয়ে আঘাত পেলে—? না, আর পলাতক বলব না—বীরপুরুষ।

দেব। জাগ্রতাবস্থায় যার সমুদয় সুখের আশা নিঃশেষ হয়েছে, তার নিদ্রায়—স্বপ্নেও যদি কিছু সুখ হয়, তাও পরম লাভ। অভাগিনীর সুখের স্বপ্নকে আর ভঙ্গ করব না।

বধূ। বীর পুরুষ, এই নাও বর্ম্ম—অক্ষয়কবচ, এই নাও ধনুর্ব্বাণ, এই নাও তরবারি। (সচকিতে) শত্রু—যবন—জয়-নিনাদ—শীঘ্র সমর সজ্জা কর।

দেব। আ! মায়ামুগ্ধে!——

বধূ। ভয় কি প্রাণেশ্বর! ভয় কি? আমি তোমার সঙ্গে যাব; এই আমি সাজি, আমিও সমর ক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

দেব। হা! কুমার—কাপুরুষ! তুমি যার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিলে—"শোকে, দুঃখে, বিপদে তোমায় পরিত্যাগ করব না," আজ দেখ সে তোমায় রক্ষা করতে তোমার সহায় হতে চাচ্ছে, আর তুমি তায় ফেলে পলায়ন করেছ।

বধূ। লোকে দেখুক, কুমার জয়সিংহ যুদ্ধে ভীত নন,

অস্ত্র চালনায় অসমর্থ নন, তিনি নিজনামের—ক্ষত্রনামের অযোগ্য নন ; এঅভাগিনীর পতি কখনই কাপুরুষ নন—

দেব। হায় ! এই আক্ষেপ, তোমার পতি কাপুরুষ—মুক্তাফল কাকের গলায়—মধুর লতা বিষবৃক্ষে।

বধূ। বীরপুরুষ, এই কি তোমার যোগ্য ? আবার পলায়ন চেষ্টা ?—ক্ষান্ত হও, তোমার পায়ে ধরি ক্ষান্ত হও। যদি তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ করলে, তবে দাও বর্ম্ম—অক্ষয়কবচ আমি পরি ; দাও ধনুর্ব্বাণ, দাও তরবারি, আমি ধরি ; আমিই তোমার হয়ে যুদ্ধে প্রবেশ করি। তবু তুমি যেও না—যেও না। আবার, পলাতক—আবার পলালে ?

[ধরিতে হস্তপ্রসারণ—নিদ্রাভঙ্গ; কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ, পরে রোদন।

দেব। (স্বগত) কি বলে প্রবোধ দেব, প্রবোধ দেওয়ার কি আছে ? যে বৃক্ষের সকল শাখা বাতাঘাতে ছিন্ন হয়, তাতে আর কি ধরে আরোহন করা যায় !

বধূ। (সরোদনে) দেবি, এ যন্ত্রণা অসহ্য হয়েছে, শীঘ্র চিতার আয়োজন করুন, আমি প্রবেশ করে দেহের সঙ্গে সমুদয় দুঃখ যন্ত্রণা নিঃশেষ করি।

দেব। এরাজ্য যবনে গ্রাস করে এই কি তোমার ইচ্ছা ?

বধূ। না, কখনই নয়।

দেব। তবে এ অন্যায় সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। এখন

তুমিই রাণীর একমাত্র অবলম্বন একথা বিস্মৃত হইও না। তুমি অধীর হলে তাঁর হৃদয় একেবারে ভগ্ন হবে, তিনি রাজ্য রক্ষার চেষ্টা পরিত্যাগ করবেন; এই সুযোগে যবন সেনা অগ্রসর হবে, সিন্ধুদেশ তাদের অধীনতা স্বীকার করবে।

বধূ। আগে রাজ্য রক্ষা—শত্রু নিপাত; পরে নিজের দুঃখ যন্ত্রণা শান্তি। আমি আপাততঃ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করলেম।

দেব। তবে শীঘ্র আরোগ্য লাভের উপায় দেখ।

বধূ। কি উপায়?

দেব। তোমার আপাদ লম্বিত কেশের মায়া পরিত্যাগ কর।

বধূ। কেন?

দেব। চিকিৎসকের ব্যবস্থা।

বধূ। আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি এত যত্নের চুল বৃথা জীবনভারবহন আশায় পরিত্যাগ করব না। তবে যদি এমন দিন হয় যে, দেশের সমস্ত বীরপুরুষ যবনের বিরুদ্ধে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতে প্রস্তুত আছেন, সেই দিন এই মস্তকের কেশ ছেদ করে তাঁদের ধনুকের ছিলা বন্ধন করে দেব। এত দিন যা যত্নে রক্ষা করেছি, সেই দিন তার উপযুক্ত ব্যবহার হবে।

দেব। তোমার ন্যায় বীরনারীর এ উপযুক্ত সঙ্কল্পই বটে। কিন্তু——

বধূ । আর কিন্তুর প্রয়োজন নাই, আমি এ সঙ্কল্প কিছু-তেই পরিত্যাগ করব না। ঠাক্‌রুণ কেমন আছেন?

দেব। শুনেছি কিছু চৈতন্য হয়েছে।

বধূ। এখন কেমন আছেন, আপনি শীঘ্র জেনে আসুন।

দেব। যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাণীর গৃহ।

রাণী শয্যায় শয়ান, দেবকী ও মন্ত্রী আসীন।

রাণী। মন্ত্রি, আমায় আর প্রবোধ দেবার প্রয়োজন নাই। আমি গত ঘটনা গণনা করে, বৃথা আর হৃদয়কে কাতর করব না। আমি এখন পশ্চাৎকে বিস্মৃত হলেম, সম্মুখই আমার একমাত্র লক্ষ্য। (পার্শ্ব ঈষদ্ পরিবর্ত্তন করিয়া) কিন্তু হৃদয় যেন কেমন অস্থির হচ্ছে। (অশ্রুত্যাগ) বুঝি মঙ্গলের আর আশা নাই। বিধাতা বিমুখ, দৈব প্রতিকূল না হলে কার এমন দশা হয়? কত কত মহাযুদ্ধে যে দ্রোহীরাজকে অটলভাবে পৃষ্ঠে বহন করেছে, শতবাণ একত্রে বিদ্ধ হয়ে যার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত

করলেও, যে পাদ মাত্র ভূমি পশ্চাৎগমন করে নাই, সেই ঐরাবত হস্তী কেন একটা সামান্য বাণের আঘাতে আতঙ্কিত হল, কেন সে পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে একেবারে নদী গর্ভে পতিত হল? আর স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষাই যাদের ব্রত, জীবন অপেক্ষাও স্বাধীনতা যাদের অধিক প্রিয়, যারা ঘোর বিপদেও স্থির ও অশঙ্কিত, সেই সেনাকুল কেন সহসা ছত্রভঙ্গ হল? বীরচূড়া মহাপুরুষ সিক্তবস্ত্রে ফিরে এসেও অশ্বারোহণের অবকাশ পেলেন না;—শাল্মলিতরু ক্ষুদ্র প্রাণীর নখাঘাতে ছিন্ন হল—হায়! দ্রোহীরাজ নিহত হলেন। বিধাতা বাদী না হলে ইহা কি সম্ভব? উঃ! ভাবতে বক্ষ ভেদ হয়, স্বয়ং দ্রোহীরাজ যে বালকের রণকৌশল দেখে বংশের গৌরব বোধ করতেন, তিনি আদর করে যার জয়সিংহ নাম রাখলেন,—সেই কুমার জয়সিংহ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করলে! সকলই অদৃষ্টের ফল—দৈব নিগ্রহ। (অশ্রুত্যাগ)।

মন্ত্রী। (স্বগত) নারীর হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল—স্নেহ, মমতা, প্রণয়, দয়া প্রভৃতি তার নিত্যধর্ম্ম। স্বভাবকে কে অতিক্রম করতে পারে? (প্রকাশে) আবার অধীর হলেন? এই কি শোকের সময়? শত্রু সন্মুখে—এখন কর্ত্তব্য অবধারণ করুন; পরে অশ্রুপাতের যথেষ্ট সময় আছে।

রাণী। না, মন্ত্রিবর! আমি আর বিলাপ করব না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে হৃদয়ের দ্বাররোধ করলেম, অশ্রুবেগ সম্বরণ করলেম,—এখন কর্ত্তব্য কি বলুন?

(শয্যা হইতে উত্থান করিয়া উপবেশন।)

মন্ত্রী। আমার বিবেচনায় যুদ্ধ।

রাণী। 'আমার বিবেচনায়' একথা কেন? কে যুদ্ধের বিরোধী? এমন কাপুরুষ কে আছে, যে এখনও যুদ্ধের আবশ্যকতা অস্বীকার করে? মন্ত্রিবর! যদি এমন কাপুরুষ কেহ থাকে, তাকে বলুন—সিন্ধুদেশে তার স্থান নাই, সে শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করুক।

মন্ত্রী। না কেহ যুদ্ধের বিরোধী নহে।

রাণী। তবে 'আমার বিবেচনায় যুদ্ধ' একথার প্রয়োজন কি? এ আশঙ্কা কি আমারই সম্বন্ধে? আমি যুদ্ধ করব না? যদি সিন্ধুরাজ্যে একজনও আমার সহায় না হয়, তথাপি আমি একাকী যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করব, কিছুতেই ইহার অন্যথা হবে না।

মন্ত্রী। আপনার বীরত্বে সন্দেহ করে, এরাজ্যে এমন নির্ব্বোধ কে?

রাণী। তবে আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য কি?

মন্ত্রী। যবন-সেনাপতি সন্ধির প্রস্তাব করে, দূত পাঠিয়েছেন।

রাণী। (বিস্মিত হইয়া) একি বিপরীত কথা! বিজয়ী পক্ষ হতে সন্ধির প্রস্তাব! ইহার তাৎপর্য্য কি?—চাতুর্য্যই লঘুচিত্ত যবনের ভূষণ—এ যেন অন্য কি একটা চতুরতা!

মন্ত্রী। চতুরতা না হতে পারে। যবনেরা দিগ্‌বিজয়

প্রত্যাশায় এদেশে আসে নাই,—রাজ্য স্থাপন তাদের লক্ষ্য নহে। তারা লুণ্ঠনকারী,—ভারতের ঐশ্চর্য্যাপহরণই তাদের অভিলাষ।

রাণী। তথাপি বিজয়ী পক্ষ হতে সন্ধির প্রস্তাব কেন? যে জয়লাভ করে, বিপক্ষের সমস্ত রাজ্যই তার, সমুদয় ঐশ্বর্য্যই তার—সে কেন সন্ধির জন্য লালায়িত হবে?

মন্ত্রী। যবন-সেনাপতি যদিও জয় লাভ করুন, তথাপি তিনি ক্ষত্রিয়ের পরাক্রম দেখেছেন; দৈবানুগ্রহ ভিন্ন জয়লক্ষ্মী যে তাকে কখনই আশ্রয় করত না, বোধ হয় ইহাও তিনি বুঝেছেন; এখনও যে তার পথ নিষ্কণ্টক নহে, ইহাও তিনি অনুভব করতে পারেন।

রাণী। আমি সন্ধি করে কখনই তার পথ নিষ্কণ্টক করব না—যবনের জয়পথে চিরদিন এই কণ্টক থাকবে। এ কণ্টক উদ্ধার করতে কাসিমের দেহ নিপাত হবে, তথাপি পথ পরিস্কার হবে না। ম্লেচ্ছ—যবনের সহিত সন্ধি? লুণ্ঠন-কারী দস্যুর সহিত সন্ধি? নারীজাতির অমর্য্যাদাকারী অসুরের সহিত সন্ধি? এপ্রাণ থাকতে কখনই নহে। যবন, ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের পরাক্রম দেখেছে, এখন ক্ষত্রিয় বীরনারীর পরাক্রম দেখুক। মন্ত্রি, আপনি অগ্রসর হউন—অগ্রে রাজ্যের যাবতীয় বীরপুরুষকে নিমন্ত্রণ করতে লোক প্রেরণ করুন। আমি শীঘ্রই আমন্ত্রণ-গৃহে উপস্থিত হয়ে যবন দূতের সহিত সাক্ষাৎ করব।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে, আমিও আদিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করে আসি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আমন্ত্রণ-গৃহ।

রাণী ও সুরঙ্গিণী আসীন, দুইজন পরিচারিকা দণ্ডায়মান।

যবনদূতকে লইয়া মন্ত্রীর প্রবেশ।

দূত। (উষ্ণীষ উত্তোলন করিয়া) জয় খলিফার জয়, জয় বসরাধিপতির জয়। গোলাম তাঁহারই ভৃত্য, সেনাপতি মহম্মদ কাসিমের আদেশ লয়ে এখানে উপস্থিত।

রাণী। (স্বগত) আজ ক্ষত্রিয়ের গৃহে যবনের জয় নাদ আর সহ্য হয়না। ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্ত্তে ইহাকে যমালয়ে প্রেরণ করি—কিন্তু এ দূত, অবধ্য, বিশেষতঃ ইহার অপরাধ কি? প্রভুর জয় ঘোষণা করা ভৃত্যের কর্ত্তব্যই বটে। (প্রকাশে) দূত, যবনসেনাপতি আপনাকে যা বলতে আদেশ করেছেন, অনায়াসে বলতে পারেন।

দূত। পরাজিত-পক্ষকে উৎপীড়ন করা সেনাপতির ইচ্ছা নহে। দ্রোহীরাজ যখন নিহত হয়েছেন, আপনার পুত্র যখন পলাতক, তখন বসরাধিপতির অধীনতা স্বীকার করাই আপনার কর্ত্তব্য।

রাণী। আমার যা কর্ত্তব্য হয়, তা আমি স্বয়ংই অবধারণ করব। যবন-সেনাপতিকে তজ্জন্য চিন্তিত হতে হবে না। ক্ষত্রিয়-নারী যুদ্ধে অপারক নহে।

দূত। কিন্তু সেনাপতি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নন। স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে গৌরব কি? যে কার্য্যে জয়ী হলেও অপযশ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাতে হস্তক্ষেপ করে?

সুর। স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা যদি এতই অপমানকর হয়, তবে সেই বুদ্ধিমান্ কেন নিজ গৃহে লোক পাঠান না, গৃহিণী এসে তাঁর বিপদ উদ্ধার করুন।

দূত। আমাদের স্ত্রীলোকেরা বে-আব্রু নহে, তারা পর্দ্দানসিন, পুরুষের মত যুদ্ধ করে না।

সুর। তবে যবন-সেনাপতিকেই গিয়ে বলুন, তিনি স্ত্রী-বেশ ধারণ করে যুদ্ধে প্রবেশ করুন। নতুবা আর কিছুতেই অপযশ নিবারণের উপায় নাই। ক্ষত্রিয়কন্যার পণ অন্যথা হওয়ার নয়।

রাণী। দূত, ইনি অতি মুখরা, ইঁহার পাত্রাপাত্র বিচার নাই, পরিহাসই ইঁহার জীবনের প্রধান কাজ। ইঁহার কথায় আপনি বিরক্ত হবেন না।

দূত। (ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া) মুসলমানেরা ক্ষুদ্রমতি স্ত্রী-লোকের উপহাস অগ্রাহ্য করে। আমি কেবল আপনারই উত্তর প্রতীক্ষা করছি।

সুর। (স্বগত) স্ত্রীজাতির প্রতি যবনের কি বিজাতীয় ঘৃণা ?—ইহার সহিত কথা কওয়াই অন্যায়।

মন্ত্রী। দূতের পক্ষে সমুচিত শিষ্টতা শিক্ষা করা উচিত—এ ক্ষত্রগৃহ—যবনের অন্তঃপুর নহে।

রাণী। মন্ত্রি, আর বিবাদে প্রয়োজন নাই। (দূতের প্রতি) দূত, যদি যবন-সেনাপতি স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক হন, তবে তাঁর এদেশ পরিত্যাগ করাই উচিত।

দূত। তিনি সম্মত আছেন ; কিন্তু অগ্রে আপনাকে দুইটী বিষয়ে সম্মত হতে হবে।

রাণী। কি কি বিষয়ে ?

দূত। প্রথমতঃ আপনাকে যুদ্ধের ব্যয় ও বর্ষে বর্ষে রাজকর দিতে হবে। বস্রাধিপতির অধীনতা স্বীকার ভিন্ন আপনি তাঁর অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হতে পারেন না।

রাণী। ক্ষত্রনারী পরানুগ্রহে রাজ্য ও স্বাধীনতা ভোগ করতে চায় না,—সে নিষ্ক্রয় দিয়ে শত্রুহস্ত হতে স্বদেশকে উদ্ধার করে না;—সে শাণিত অস্ত্রের সাহায্যে জন্মভূমিকে রক্ষা করে। যখন অস্ত্র পরাস্ত হয়, তার জীবনেরও তখনই শেষ।

দূত। এপ্রস্তাব যদিও অগ্রাহ্য করলেন, তথাপি দ্বিতীয় প্রস্তাবে সম্মত হলেও আপনি অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হবেন না। মুসলমানেরা কেবল ধন লোভেই এদেশ আক্রমণ করেন নাই, সত্য ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য।

সেনাপতির ইচ্ছা, আপনারা পবিত্র মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন,—কাফেরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন মুসলমান ধর্ম্মের নিয়মবিরুদ্ধ।

রাণী। আর্য্যসন্তানেরা অস্ত্রের সাহায্যে কখনও ধর্ম্ম প্রচার করে না এবং অস্ত্রের ভয়ে কখনও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না। তাঁহারা প্রাণ দিয়ে ধর্ম্মকে রক্ষা করেন।

দূত। যখন আপনি কোন প্রস্তাবেই সম্মত হলেন না, তখন সেনাপতির শেষ আজ্ঞা জ্ঞাপন করতে আমি বাধ্য হলেম।

রাণী। বলুন—নিঃশঙ্কচিত্তে বলুন;—ক্ষত্রনারী কোন বিভীষিকা দেখে ভয় পায়না।

দূত। সেনাপতির এই আদেশ—যদি কোন প্রস্তাবেই আপনি সম্মত না হন, তিনি অচিরাৎ এই আলোর নগরে প্রবেশ করবেন,—এই অট্টালিকা সকল ভূতলশায়ী করবেন,—শয়তানি হিন্দুধর্ম্মকে ছারখার এবং দেবমূর্ত্তি সকলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে পদতলে দলন করবেন,—হিন্দুগৃহের পরমাসুন্দরী রমণীগণকে বন্দী করে খলিফার নিকট উপঢৌকন পাঠাবেন।

রাণী। দূত, এ যবন-সেনাপতির উপযুক্ত কথাই বটে;—তাঁরা স্ত্রীজাতিকে এইরূপ সম্ভ্রমই করে থাকেন। কিন্তু তাঁর সাধ্য ছিল না, আজ ক্ষত্রিয়কন্যার সম্মুখে দণ্ডায়মান্ হয়ে একথা বলেন,—এখনই তাঁর মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হত। কিন্তু দূত অবধ্য, তাই আপনার বাক্য সহ্য করতে

হল। আপনি সেই নারীজাতির নিগ্রহকারীকে বলবেন, ক্ষত্রিয়সন্তানেরা যবনের ন্যায় এতই ভাগ্যবান্ নহেন, যে তাঁরা শয্যাসহচরীকে বিশ্বাস করতে পারেন না, বন্দীর ন্যায় অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে রাখে। ক্ষত্রিয়কন্যা বানরীর ন্যায় গৃহে গৃহে নৃত্য করে বেড়ায় না; যবনদুহিতার ন্যায় সুখের লোভে বা প্রাণভয়ে প্রণয়ের অমর্য্যাদা করে না। একদিন এই আলোর নগর শ্মশানক্ষেত্র হতে পারে, তথাপি একজন ক্ষত্রিয় পুরুষ—একজন ক্ষত্রিয়নারী জীবিত থাকতে এস্থান যবনের অধীনতা স্বীকার করবে না। দূত, আপনার অশিষ্ট বাক্যের আর প্রশ্রয় দিতে পারি না; আপনি এখনই যবন-সেনাপতির শিবিরে ফিরে গিয়ে বলুন—তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন—আমি শীঘ্রই তাঁর আয়ুস্‌কাল পূর্ণ করব। (সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া উত্থান।)

দূত। সেনাপতি যুদ্ধে ভীত নন, কেবল আপনার মঙ্গল কামনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কুবুদ্ধি বিপদকে আহ্বান করে।

[গর্ব্বিত ভাবে প্রস্থান।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রীর গৃহ—বহির্ব্বাটী।

মন্ত্রী। (চিন্তান্বিত হইয়া পাদচারণ করিতে করিতে) আঃ। নিজের বিপদে মানুষের বুদ্ধি স্থির থাকেনা। আমি সিন্ধুদেশের মন্ত্রী—বুদ্ধি কৌশলে কত দুরূহকার্য্য সাধন করি, কিন্তু এই সামান্য বিষয়ে এখনও কৃতকার্য্য হলেম না। এত পত্র গোপন করলেম, তথাপি এ অবোধ বালিকার প্রতি সেনাপতির বিরাগ জন্মাতে পারলেম না। আমার কন্যার এমন কি রূপ বা গুণ আছে, যা দেখে সেনাপতি এতই মোহিত হলেন,—আমার নিষ্কলঙ্ককুল কলঙ্কিত করতে উদ্যত হলেন। এখনও পত্র,—না জানি এপত্রে কি আছে।——

(দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা বাম হস্তে পত্র লইয়া হটাৎ সুনীতির প্রবেশ।)

পাপিষ্ঠা রাক্ষসি—পিতৃবধের অভিলাষ ? তবে আয়, আমি আর তোকে বারণ করব না; আমার কুলের কলঙ্ক দেখা অপেক্ষা প্রাণ যাওয়াই ভাল। দাঁড়ালি কেন ? আয় বুকে ছুরি দে, আমার এযন্ত্রণা অসহ্য হয়েছে, কন্যা হয়ে এখন পিতৃযন্ত্রণা শেষ কর্।

সুনীতি। (বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে) বাবা, আমি পাপিষ্ঠা নই—রাক্ষসী নই—তোমারই স্নেহের

কন্যা। সুনীতি পিতৃরক্তে এই হস্ত কলঙ্কিত করতে আসে নাই, পিতার নিকট আত্মঘাতিনী হতে এসেছে। আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই স্নেহের কন্যার প্রতিও পিতার এই সন্দেহ।

(শোকাভিভুত হইয়া কম্পিত কলেবরে ভূমিতে পতন।)

মন্ত্রী। (নিকটে আসিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে) সুনীতি? (শিরে করাঘাত করিয়া) সর্ব্বনাশ! কি হল, কথা কয় না যে?

সুনীতি। (মৃদুস্বরে) বাবা, একটু জল দাও। (সম্মুখস্থ পাত্র হইতে মন্ত্রীর জলদান) হা বিধাতা, আমার এখন মৃত্যু হল না কেন? আত্মহত্যার মহাপাপ কি অদৃষ্টে আছে?

মন্ত্রী। সুনীতি, মা কেন এমন অমঙ্গলের কথা বল? তোমার কি হয়েছে,—আত্মঘাতিনী হবে কেন?

সুনীতি। তা কি আপনার অজ্ঞাত?

মন্ত্রী। তুমি আত্মঘাতিনী হতে পার, এমন কারণ কি আছে?

সুনীতি। স্ত্রীলোকের হৃদয়ই প্রধান,—প্রাণ অপেক্ষাও প্রণয়ের মায়া অধিক। আপনি আমার প্রণয়পথের অন্তরায় হয়ে আজ আমার মৃত্যুকে আহ্বান করেছেন।

মন্ত্রী। সুনীতি, আপনার পিতৃকুলগৌরব বিস্মৃত হও না; সিন্ধুরাজ্যের মন্ত্রীকন্যার অযোগ্য কথা মুখে এন না।

সুনীতি। পিতার সম্মুখে সুনীতি কোন অন্যায় কথা বলে নাই। সিন্ধুরাজ্যের মন্ত্রী কখনও পরস্বাপহারী বা পরপীড়ক নহেন,—তিনি কোন দিন পরের স্বাধীনতা হরণ করেন নাই—এখন কি অসহায়া বয়স্থা কন্যার স্বাধীনতা অপ-হরণ করবেন ?

মন্ত্রী। সুনীতি, তুমি বয়স্থা বটে, কিন্তু তোমার বুদ্ধি এখনও কাঁচা—আপনার মঙ্গল কিসে হয় জান না। পিতার উপদেশ অবহেলা কর না,—পিতাই তোমার একমাত্র পূজ্য এবং একমাত্র ভালবাসার পাত্র।

সুনীতি। পিতা বিশেষ ভালবাসার পাত্র, কিন্তু এক-মাত্র নহেন। ভালবাসা জলস্রোতের ন্যায় একদিগ্‌গামী নহে, জলোচ্ছাসের ন্যায় ইহার মধুর কণা চারিদিগে বিস্তৃত—স্নেহ, ভক্তি, বন্ধুত্ব ও প্রেম।

মন্ত্রী। তবে কি বন্ধুত্বের অনুরোধে পিতাকে অভক্তি করবে ? এই কি কন্যার ধর্ম্ম ?

সুনীতি। সুনীতি সর্ব্ব সুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, তথাপি পিতার অবমাননা করবে না।

মন্ত্রী। যদি তোমার মন ও মুখ এক হয়, তবে স্বীকার কর, আমার পবিত্র কুলে কলঙ্ক দেবে না,—সেনাপতিকে কখনও বিবাহ করবে না।

সুনীতি। (কাতর স্বরে) আপনি তার ভালবাসার পথ উন্মুক্ত করুন, যদি বিবাহে আপনার এতই আপত্তি থাকে,

সুনীতি তার অন্যথা করবে না। আপনার কন্যা কেবল ভালবাসার অধিকার চায়—হৃদয়ের সন্তৃপ্তি চায়—আর কিছু চায় না। (অশ্রুত্যাগ)।

মন্ত্রী। অবোধ বালিকা, সেনাপতি ভিন্ন জগতে আর কি প্রণয়ের উপযুক্ত পাত্র নাই ? মাধবিলতা সহকারতরুকেই আশ্রয় করে, আকন্দের দেহাবলম্বন করে না।

সুনীতি। মানুষ গুণেই আকৃষ্ট হয়, কেবল কুলে নয়। আমি সেনাপতি ভিন্ন আর কাকেও জানিনা, তিনিই আমার হৃদয়েশ্বর। আমি তাঁকে ভিন্ন আর কাকেও বরণ করে দেহ ও হৃদয় উভয়কে অপবিত্র করব না ; বরং চিরকাল কুমারী থাকব। এতেও যদি আপনার মত না হয়, তবে এখনই বুকে ছুরিকা বিদ্ধ করে, আপনার কুলনাশের আশঙ্কা দূর করব।

(উত্তেজনা বশতঃ ছুরিকা উত্তোলন এবং
মন্ত্রীর ছুরিকা ও হস্ত ধারণ)

মন্ত্রী। (সস্নেহে) মা, এই দুঃসঙ্কল্প পরিত্যাগ কর ; আমায় কন্যাহত্যার পাতকী কর না ; আমি আর তোমার প্রণয়ে বাধা দেব না। তুমি অবাধে সেনাপতিকে পত্র লেখ।

সুনীতি। (সজল-নয়নে) পিতঃ, আমি নির্লজ্জের ন্যায় অনেক কথা বলেছি, স্নেহ করে অবোধ বালিকার অপরাধ ক্ষমা করুন। সেনাপতির লোক অপেক্ষা করে আছেন, তাকে এই পত্র খানি দিন্।

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আলোর নগরের রাজপথ।

কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে পতাকী—
পতাকা হস্তে, ভেরীবাদক—ভেরীবাদন করিতে
করিতে উপস্থিত।

পতাকী। জোরে বাজা, লোকে যেন ভাল করে শুনতে পায়।

ভেরিরা। (মুখবিকৃতি করিয়া) সেই ভোর হতে বাজাচ্ছি, বুকের ছাতি ফেটে গেল, তবু বলে জোরে। আমি আর মানুষ নই, আমার আর যেন মানুষের শরীর নয়।

কিয়দ্দূরে একজন ব্রাহ্মণ ও সৈনিক
কর্ম্মচারী উপস্থিত।

ব্রা। বীরপুরুষ, ও কিসের বাদ্য? রাজবাড়ীতে কি কোন মহোৎসব?

সৈনি। হাঁ মহোৎসব বটে। (ঈষৎহাস্য করিয়া) কিন্তু ফলারের কোন আয়োজন নাই।

ব্রা। (সবিস্ময়ে) এ কেমন কথা, রাজবাড়ীতে মহোৎসব ফলারের আয়োজন নাই! তবে এ গরিব ব্রাহ্মণদের উদরের উপায় কি? আপনি উপহাস করছেন না ত?

সৈনি। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে উপহাস করা কি আমার সম্ভবে ?

ব্রা। তাওত বটে, তবে কিনা এ কলিকাল—পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ। নতুবা ব্রাহ্মণ এতক্ষণ অনাহারী, কেউ তত্ত্ব লয় না। (ব্যগ্রভাবে) দেখুন মহাশয় একজন ব্রাহ্মণও কি আহার পাবে না ? এমন আয়োজনও কি নাই ?

সৈনি। এ কোন ক্রিয়াকাণ্ড নয়।

ব্রা। এই বললেন মহোৎসব, আবার এ ক্রিয়াকাণ্ড নয় ! ব্রাহ্মণের নিকট মিথ্যা কথা ?

সৈনি। দ্বিজ, রাগ করবেন না, আমি কিছুই মিথ্যা বলি নাই।

ব্রা। (সক্রোধে) না, মিথ্যা বলেন নাই, আপনি সত্যের অবতার।

সৈনি। (স্বগত) ব্রাহ্মণ না জানি ক দিনের উপবাসী, ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর, কিছু দেওয়া যাক্। (অঙ্গরক্ষা হইতে উন্মোচন করিয়া—প্রকাশে) ঠাকুর এই নিন্।

ব্রা। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) আপনি দীর্ঘায়ু হউন। মহাশয় যদি উপহাস করেন নাই, তবে বলুন দেখি ব্যাপারটা কি ?

সৈনি। যবনদিগের সহিত যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে।

ব্রা। যুদ্ধ ! যুদ্ধ ! অ্যাঁ ! অ্যাঁ !

সৈনি। ভয় পাবেন না। এতে কোন ভয়ের কারণ নাই ; শত্রুপক্ষ হীনবল।

ব্রা। (মস্তকে হস্তঘর্ষণ করিতে করিতে) না—না—ভয় না, তবে আপনি মহোৎসবের কথা বলছিলেন কেন ?

সৈনি। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধের ন্যায় আর মহোৎসব কি ? অনেক কাল বিনাযুদ্ধে গিয়েছিল—অস্ত্র সকলের ব্যবহার না হওযায় এতদিন তারা বিবর্ণ ও মলিন হয়েছিল, অনেক কালের যুদ্ধপিপাসা এতদিনে যবনরক্তে নিবারণ হচ্ছে। এখন দিবারাত্রি দুর্গমধ্যে যে মহাকাণ্ড—সৈন্যদিগের সোৎসাহ পাদচরণ—রণসজ্জার আয়োজন—শাণিত অস্ত্রের প্রদর্শন, দেখলে বুঝতে পারেন যে এতাধিক মহোৎসব আর নাই।

ব্রা। (স্বগত) এতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কোন লাভ নাই, সমূহ ক্ষতি। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে অবধি ভিক্ষায় বাহির হও-য়ার পথ গিয়েছে। (প্রকাশে) আর কোন অমঙ্গল ত হবে না ?

সৈনি। বর্ব্বর যবনজাতি হতে অমঙ্গলের আশঙ্কা! যবনের বড়ই স্পর্দ্ধা বেড়েছে,—এবার সকল গর্ব্ব চূর্ণ হবে। এক এক যবনের বক্ষ বিদারণ করে শৃগাল কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করব। এই অস্ত্রে—(কোষ হইতে অস্ত্র বহি-ষ্করণ)

ব্রা। (চমকিত হইয়া পশ্চাৎধাবন ও চিৎকার স্বরে) নিরপরাধ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

সৈনি। দ্বিজ, আপনার ভয় কি? আমি কেবল আপনাকে দেখাচ্ছি, এই অস্ত্রে সহস্র যবনের মুণ্ডচ্ছেদ করব, পৃথিবীতে আর যবন নামের চিহ্ন রাখব না—রাখব না।

(পশ্চাৎ হইতে অনেকে একত্রে—চিহ্ন রাখবনা—রাখবনা।)

সৈনি। সৈন্যগণ, তোমরা অগ্রসর হও ঐ জয় ভেরির নিনাদের সঙ্গে তোমাদের জয়ধ্বনি একত্রে সম্মিলিত হয়ে সমুদয় সিন্ধুবাসীকে একেবারে জাগ্রত করুক।

ব্রা। একি আপনারই সৈন্য?

সৈনি। হাঁ, আমিই ইহাদের অধিনায়ক।

ব্রা। এরা কোথায় যাবে?

সৈনি। ঐ যে উড্ডীয়মান রাজপতাকা ও নিনাদিত জয়ভেরি এই দিগে অগ্রসর হচ্ছে, এ সৈন্যগণ উহারই সঙ্গে একত্রিত হয়ে সিন্ধুরাজ্যের যাবতীয় অস্ত্রধারিকে স্বদেশরক্ষার হেতু নিমন্ত্রণ করতে বহির্গত হয়েছে।

ব্রা। আপনিও কি এই সঙ্গে যাবেন।

সৈনি। হাঁ।

ব্রা। তবে আসুন। (স্বগত) এই যে এরা এই দিগেই আসছে—কি বলছে অগ্রসর হয়ে শোনা যাক্।

সৈন্যগণ। (একতান স্বরে) ক্ষত্রিয় হও, বৈশ্য হও, রাজা হও, প্রজা হও, ধনী হও, দীন হও, জ্ঞানী হও, মূর্খ হও, বালক হও, আর বৃদ্ধ হও, যে একবার অস্ত্রচালনা অভ্যাস করে থাক, সে স্বদেশ রক্ষায় প্রস্তুত হও—শাণিত অস্ত্রে সমরক্ষেত্রে

প্রবেশ কর, দুরাচার যবনের রক্তে আসি সুরঞ্জিত কর—কেহ কাপুরুষের ন্যায় গৃহকোনে লুক্কায়িত থেক না, থেকনা—থেকনা—স্বদেশের স্বাধীনতা যাবে—যাবে—যাবে—স্ত্রীজাতির সম্ভ্রম রক্ষা পাবে না,—পাবে না,—পাবে না; যবনেরা বীরনামের অযোগ্য—নিষ্ঠুর—দস্যু—ঘাতক—তারা পাত্রাপাত্রের বিচার করে না—বালক স্থবিরের রক্তে তাদের অসি কলঙ্কিত। সিন্ধুরাজ্যের প্রতি গৃহের গৃহলক্ষ্মীগণ এই রক্ষাবন্ধনি পাঠিয়েছেন, যেখানে যে বীর থাক, অগ্রসর হয়ে গ্রহণ কর।

ব্রা। (বিস্ময় সহকারে) কি বাক্‌চতুর! কেমন মোহন মন্ত্র জানে; দেশের সমুদয় লোককে একেবারে মাতিয়ে তুলেছে। নির্ব্বোধ বর্ব্বরেরা দলে দলে এসে—ঐযে রাখি বাঁধছে—এদের কি আর মৃত্যুভয় নেই? পিপীলিকার ন্যায় জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে ঝম্প দিতে অগ্রসর হচ্ছে। নির্ব্বোধ, আগে নিজের প্রাণ, না স্ত্রীজাতির সম্ভ্রম? শাস্ত্রে আছে—

"আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি।"

শাস্ত্র জ্ঞানহীন মূর্খেরা এই রূপেই শাস্ত্রের শাসন না মেনে আত্মঘাতী হয়।

[রাজপথ হইতে নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাণা সরোবরতীরে।

(কুন্দলতা, বীরজা, দেবলা প্রভৃতি নারীগণের কলসী কক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া হাস্য পরিহাস)

কুন্দ। (ভেরিবাদন শুনিয়া) ও কিসের বাদ্য? (কিঞ্চিদ্দূরে দৃষ্টি করিয়া) ও রাজপতাকাই বা কিসের?

বীর। কি আশ্চর্য্য! তুমি কি এখনও নিদ্রায় আছ? ক্ষত্রিয় কন্যা হয়ে রাজ্যের খবর জান না? (কৌতুক স্থলে) না, তোমারই বা অপরাধ কি? নূতন প্রণয়ের ধূম, জানবেই বা কেমন করে?

কুন্দ। তুমি কেবল উপহাসই করতে জান। উপহাস করা সহজ কি না। যার গায় কখনও কাঁটার আঁচোড় লাগেনি, সে অন্যের গায় অস্ত্রের দাগ দেখে হাসতেই পারে।

বীর। যে প্রণয়ে ডুবলে দেশের প্রতি মমতা থাকে না, দেশের দুঃখ বিপদ ভুলে যেতে হয়, কেবল "প্রাণনাথ", "প্রাণবল্লভ" বলেই সময় কাটাতে হয়, বীরজা সে প্রণয়কে হৃদয়ে স্থান দিতে চায় না। ঈশ্বর করুন, তাকে যেন এ দুর্গতি ভোগ করতে না হয়।

দেব। দিদি, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ বিধাতার নির্ব্বন্ধ, নিজের ইচ্ছায় চলে না। বিধাতার ফুল ফুটলে বাপ মায়ও ঠেকাতে পারে না।

বীর। কিন্তু আমি পারি।

কুন্দ। তুমি আচ্ছা কোন্দলে মেয়ে; আর এক ঝগড়া টাতে চাও? এক কথায়ত আমায় সাত হাত জলের তলে নিয়েছ, এখন বল দেখি ব্যাপারটা কি?

বীর। যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে।

কুন্দ। তা ত জানি—ওসব কেন?

বীর। (হস্তমুখভঙ্গি করিয়া) নূতন স্বামী পেয়ে ঘরে লুকয়ে রেখেছেন, এখন বলছেন ওসব কেন?

কুন্দ। তুই যে ফিরেঘুরে এক কথাই বার বার বলছিস, তোর হিংসে হয়েছে না কি? বলিস্‌ত একজন এনে দিই।

দেব। আমি এইমাত্র আমাদের বুড়োর কাছে শুনে এলেম—যুদ্ধে লোক ধরার জন্য রাজবাড়ী হতে চারিদিকে লোক ছুটেছে, তাঁকেও ধরবার চেষ্টা করেছিল—কেটে ফেলতে চেয়েছিল, অনেক বুদ্ধি করে সরে এসেছেন।

বীর। হাঁ; এমন বীরপুরুষ ত আর পাবে না!! দিদিঠাকরুণ, আপনার স্বামী যুদ্ধ করার উপযুক্ত পাত্রই বটেন!!

দেব। তোমার উচক্কা বয়েস, তোমার সঙ্গে কথায় আঁটা ভার্। (কুন্দের প্রতি) দেখ দিদি তোমার গায় এখনও বিয়ের ফুল চন্দনের গন্ধ আছে। স্বামীটী দেখতে কার্ত্তিকের মত—গুণেও তেমনি, দেখো দিদি, ক্ষত্রিয়ের ছেলে যুদ্ধের কথা

শুনলেই তরোয়ার নিয়ে ছোটে। তুমি তাকে এযুদ্ধে যেতে দিও না ; বুঝিয়ে ঘরে রেখ।

বীর। হাঁ, এ ভাল কথা। (কুন্দের প্রতি) কার্ত্তিক-টিকে ঘরে বেঁধে রেখ,—পুত্র লাভ হবে।

কুন্দ। (দেবলার প্রতি) দিদিঠাক্রুণ, সে তার ইচ্ছে, আমি বেঁধে রাখব কি করে ?

বীর। কেন প্রেমের শিক্‌লি গড়াও নি ?

দেবলা। (কুন্দের প্রতি) কি অবোধ মেয়ে ! স্বামী ঘরের মানুষ, তাকে কি করে রাখবে, তা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় ? যদি না জান আমার কাছে যেও, আমি শিখিয়ে দেব। আমি ইচ্ছে করলে এখনই বুড়োকে দিয়ে পাড়ায় বানর নাচাতে পারি।

বীর। দিদিঠাক্রুণ, আপনি দাদার বুড়ো কালের স্ত্রী—অন্ধের নড়ী—যে দিকে চালান্ সেই দিকেই চলে। ওর জোয়ান স্বামী, তিনি কেন শুন্‌বেন ?

দেবলা। জোয়ানই হউক, আর বুড়োই হউক, পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই স্ত্রীর বশ। স্ত্রীই সকলের কলকাঠী।

কুন্দ। এ আরত অন্যায় কার্য্য নয়, যে তিনি যেতে চাইলে আমি নিষেধ করতে পারি ?

দেবলা। (বিস্মিত হইয়া) যুদ্ধে প্রাণ, দিতে যাওয়া—এ অন্যায় নয় ?

কুন্দ। যুদ্ধে গেলেই যে প্রাণ যায় তা নয়। আর যদি বিধাতার সেই ইচ্ছা হয়, তবে তার নিয়ম আর কে খণ্ডাতে পারে। স্বদেশরক্ষায় দেহ নিপাত করতে ক্ষত্রিয় পুরুষ কাতর হন না, ক্ষত্রিয়কন্যাও তাঁর কুল-ধর্ম্ম পালনে নিষেধ করে না। (অশ্রুত্যাগ)

বীর। কুন্দ, এ ক্ষত্রিয় কন্যার উপযুক্ত নহে, বল, উৎসাহ দেয়।

দেবলা। (বিদ্রূপচ্ছলে) কি আশ্চর্য্য! স্বামী যুদ্ধে প্রাণ দেবে, তাঁকে নিষেধ করবে না—উৎসাহ দেবে! ক্ষত্রিয়কন্যার বৈধব্যেই সুখ! স্বামীর অধীন থাকা অসুখেরই বিষয়!!

বীর। (উত্তেজিত ভাবে) ভীরু কাপুরুষ স্বামীর শয্যায় শয়ন অপেক্ষা বরং বৈধব্যেই সুখ।

কুন্দ। (উত্তেজিত ভাবে) ক্ষত্রিয় কন্যা সহিষ্ণুতা হীন নহে, সে বিধবা হয়ে যত্যাচার রক্ষা করতে জানে, সে মৃত স্বামীর শয্যার অবমাননা করে না।

দেবলা। (সক্রোধে) কেবল ক্ষত্রিয়কন্যা জানে, ব্রাহ্মণকন্যা জানে না, ব্রাহ্মণের এত নিন্দা ভাল নহে। শীঘ্রই ফল পাবে।

প্রস্থান।

বীরজা। ভীরুরা কেবল অভিসম্পাত করতে জানে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র।

(মুসলমান সেনাপতির শিবির সন্নিধানে কয়েকজন সৈন্য একত্রে সমাবিষ্ট)

ইছফ খাঁ। (বেগে শিবিব হইতে বহির্গত হইয়া) কুছ পরওয়া নেই, হাতিয়ার বাঁধ।

জৈন খাঁ কি ইছফ?

ইছফ খাঁ। এই হিঁদুর দেশ আমাদের—কাফের হিঁদুকে মুসলমান করব, তার ধন দৌলত লুটে আনব, তার পিটে চাবুক মেরে ভূঁই চসাব, আর আমরা সুখে ফসল ভোগ করব।

জৈন খাঁ। দূর হ বর্ব্বর! একেবারে যে আনন্দে আট খান হয়ে গেলি, কি হয়েছে বল্ না?

ইছফ্ খাঁ। হিঁদু সেনাপতিকে ঘুস দিয়ে বশ করতে লোক গিয়েছে। এবার দেখব কেমন হিঁদুর রাণী—ক্ষত্রিয়ের মেয়ে—

কেমন জেদ করেছিল, তার হিঁদুয়ানী ছাড়াব,—ইমানে আনব, (চিন্তা করিয়া) আর যদি————(নিস্তব্ধ)।

জৈন। কি ইছফ, চুপ করলি যে, আর কি?

ইছফ। (কিঞ্চিৎ উন্মনস্ক ভাবে) না আর কিছু না, বিবির বাঁদি করতে দুই তিনটা হিঁদুর মেয়ে দেশে নিয়ে যাব।

জৈন। নির্ব্বোধ! হিঁদুর মেয়ে বড় রূপসী—সাদি না করে বাঁদি করবি কেন?

ইছফ। শুনেছি খব্‌ছুরতই বটে। জয়সিংহের বিবি নাকি স্বর্গের অপ্‌সরা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা কি?

জৈন। তবে প্রত্যাশা কার?

ইছক। সেনাপতি আর খলিফার।

জৈন। তাঁরা আর কত চান? হিন্দুর মেয়ে অনেকেই সুন্দরী।

ইছক। তাঁদের কি আর হিসাব আছে, তাঁরা যত পান, ততই চান। (সখেদে) বড় লোক হলে ভাল হত। কাজি মোল্লার ভয় করতে হত না, তাঁরা কেবল গরিব দুঃখীদের নিয়েই টানাটানি করতে পারেন। কোরানে আছে ছয়টার বাস্তি সাদি করবে না; কিন্তু বড় বড় সেখজিরা এক এক জেনানায় ছয় হাজার পূরে রাখেন, তাতে দোষ হয় না। আমরা—গরিব দুঃখীরা ছয়টার জায়গায় সাতটা করলেই মুসকিল—কাজিকে পয়সা দাও।

জৈন। (সন্দিগ্ধচিত্তে) কিন্তু এতে কি সুখ আছে? আমার বোধ হয়, যে এত লোকের প্রণয় চায়, সে একজনেরও প্রণয় পায় না।

ইছফ। (কাতর স্বরে) ভাই, সাদি একটাই কর, আর দশটাই কর, মেয়ে মানুষের মন কিছুতেই পাওয়া যায় না, মেয়ে মানুষ যখন যার কাছে থাকে, তখন তার গুণ গায়, তার চেয়ে যেন জগতে আর কাকেও ভাল বাসে না, একটু না দেখলেই যেন পলকে প্রলয় জ্ঞান করে। কিন্তু যেই চোখ বুজলে, কবরের মাটী শুকতে দেরি সয়না, অমনি নূতন প্রণয়!

জৈন। (ঈষদ্বিরক্ত ভাবে) কেবল কি তাদেরই দোষ, তোমাদের কিছু নাই? তোমরা কি কখনও তাদের ভাল বাস? তারা বরং কবরের মাটী শুকতে দেয়, তোমরা যে তারা কবরে না যেতেই নূতন সাদি কর। যে যাকে ভাল বাসে না, সে কি তাকে ভাল বাসতে পারে? তাদেরও ত মানুষের আত্মা—মানুষের হৃদয়?

ইছফ। (সক্রোধে) কি স্ত্রীলোকের মানুষের আত্মা—মানুষের হৃদয়? মূর্খ, একথা মুসলমানের কোন্ কেতাবে আছে? তুই কাফেরের দেশে এসে, একেবারে ধর্ম্মশূন্য হয়েছিস্।

জনৈক সৈনিক। সেখজি, হিঁদুর দেশে এসে হিঁদু হয়েছেন, তাকে একটী হিঁদু বিবি বে করান যাবে। বোধ হয় এই লোভেই ইনি এত দিন সাদি করেন নাই।

জৈন। (অন্যমনস্কভাবে) বড় ক্ষতি নাই, হিন্দুর মেয়ে ভাল বাসতে জানে, স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে জানে।

ইছফ। হাঁ, হিন্দুরা বেশ স্যায়ানা; যখন নিজে মরে যায়, তখন স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যায়; জিয়ন্ত মানুষকে চিতায় দগ্ধে মারে।

জৈন। তারা একজনকেও জোর করে চিতায় ফেলে না। আমি ছদ্মবেশে কত স্থান দেখে এসেছি, সতীরা আপন ইচ্ছায় দেহ দাহন করে।

ইছফ। শরীরের জোরে করে না বটে, কিন্তু শাস্ত্রের জোরে করে। বোকা মেয়ে মানুষের জাতকে শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে কাজ সাধন করে। আমাদের শাস্ত্রেও এইরূপ একটা সররা থাকলে ভাল হত, যদি আগে মরি স্ত্রীকে নিয়ে গোরে যেতেম।

সৈনিক। (জৈনখাঁর প্রতি) সেখজি, হিঁদুর মেয়ে সাদি করবে, দাড়ি রাখবে কেমন করে? হিঁদুর মেয়েরা যে দাড়ির উপর বড় নারাজ।

(নেপথ্যে ঘণ্টা বাদ্য)

সকলে একত্রে। চল, পাহারার সময় হয়েচে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র।

শিবিরে পরিক্রমণ করিতে করিতে সেনাপতি কর্ত্তৃক মন্ত্রিকন্যার পত্র পাঠ।

"বীর পুরুষ, আমার পত্র না পাইয়া অনুযোগ করিয়াছ। আমি নিষ্ঠুর হইতে পারি, কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারিনা। তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়াও আমাকে ভুলিতে পার নাই, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বটে, কিন্তু প্রণয়ের অনুরোধে কর্ত্তব্যকে বিস্মৃত হইও না। সিন্ধুদেশের প্রধান সেনাপতি একজন সামান্য ক্ষত্রিয়কন্যার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া যবনের পদতলে স্বদেশের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিলেন, লোকে যেন এ কলঙ্ক রটনা করিতে সুযোগ না পায়। স্বদেশরক্ষার নিমিত্ত যদি আমাকেও বিস্মৃত হইতে হয় তাহাও মঙ্গল, তজ্জন্য আমি কাতর হইব না। তোমাকে ভাল বাসিয়াই আমার সুখ, প্রণয়ের প্রতিদান প্রত্যাশায় ভাল বাসিনা। আমি সর্ব্বদা পত্র লিখিয়া তোমার কর্ত্তব্যে বিঘ্ন জন্মাইতে চাহি না; অপরাধ হইলে ক্ষমা করিও।" স্ত্রীলোকের প্রণয় এমন নিঃস্বার্থই বটে; পরে ভাল বাসিবে বলে নয়, ভাল বাসতে ইচ্ছা হয় বলেই ভাল বাসে। কিন্তু সুনীতি কেবল আমাকে নিঃস্বার্থ ভালবাসাই জানায় নাই, তার হৃদয় যে স্বদেশের মঙ্গল

কামনায় কেমন ব্যস্ত, এ পত্রে তারও উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে। ক্ষত্রিয়ের নিকট স্বদেশ জীবন হতেও প্রিয়; কিন্তু সুনীতি আবার এই স্বদেশ হতেও সহস্র গুণ প্রিয়। মন্ত্রীতনয়ে, তুমি যদি আমার হৃদয়ের ভাব জানতে, এই সামান্য অনুরোধের জন্য এত কথা কখনই বলতে না। যে জীবন তোমার অগ্রাহ্য হবে, জাতীয় কলঙ্কের কারণ হবে, আমি সেই ঘৃণিত—তুচ্ছ জীবন নিয়ে কি করব? আমি যবনের সঙ্গে যুদ্ধে যদি প্রাণ হারাই, তথাপি এই আমার সান্ত্বনার কারণ হবে, যে আমি তোমার প্রীতি ও স্বদেশের আশীর্ব্বাদ নিয়ে মরলেম। প্রাণেশ্বরি, তোমার প্রণয় এখন মৃত্যুকে আমার নিকট মধুর করেছে, আমি আর মৃত্যুর ভয় করি না। কোন ভয়, কোন প্রলোভন আর আমাকে জয় করতে পারে না,—আমি এখন অজেয় হলেম।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। একজন সন্ন্যাসী আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

সেনাপতি। আচ্ছা তাঁকে নিয়ে এস।

[রক্ষকের প্রস্থান।

(স্বগত) এই যুদ্ধ স্থলে সন্ন্যাসী কি-প্রয়োজনে? জগতের শুভাশুভ কোন সমাচারই ইঁহাদের অগোচর নাই। আমাদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ থাকতে পারে; বিনা প্রয়োজনে ব্রহ্মচারী

কখনই এত দূরে আসেন নাই। (কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া) কোন অমঙ্গল সংবাদ হবে কি ?——

(সন্ন্যাসীকে লইয়া রক্ষকের পুনঃপ্রবেশ)

সন্ন্যাসী। সেনাপতির শুভবুদ্ধি হোক।

সেনাপতি। সেবকের প্রণাম !

[সন্ন্যাসীর হস্তোত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ]

সন্ন্যাসী। সেনাপতি, আমার নির্জ্জন সাক্ষাতে প্রয়োজন।

সেনাপতি। (রক্ষকের প্রতি) তুমি এখন বিদায় হও।

[রক্ষকের প্রস্থান।

দেব এ সংগ্রামস্থান—যবনরক্তে দূষিত; সামান্য কারণে আপনার পবিত্র পদ, এই অপবিত্র স্থান স্পর্শ করে নাই।

সন্ন্যাসী। আপনার মঙ্গল কামনাই ইহার মূল।

সেনাপতি। অধীনের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বটে। যে আদেশ থাকে অধীন তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে।

সন্ন্যাসী। সাধু! সাধু! ক্ষত্রিয়সন্তান কখনই মিথ্যাচরণ করেন না; দেব ব্রাহ্মণের আদেশ অগ্রাহ্য করেন না। সেনাপতি আপনি যদি মঙ্গল চান, যুদ্ধের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।

সেনাপতি। দেব, অধীনের অশিষ্টতা ক্ষমা করবেন;

আমি যুদ্ধের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে আপনার মঙ্গল চাই না। যবনজাতির নিপাত সাধন বা নিজের প্রাণবিসর্জ্জন এ দুইয়ের এক আমার সঙ্কল্প।

সন্ন্যাসী। দেবতারা এ যুদ্ধে প্রসন্ন নন।

সেনাপতি। যে দেবতারা স্বদেশের ঘোর উপদ্রবকারী আততায়ীর প্রতি অস্ত্রচালনায় নিষেধ করেন, ক্ষত্রিয়সন্তান সে দেবতাদিগের প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষা করে না।

সন্ন্যাসী। সেনাপতি, আপনি যৌবনকালোচিত গর্ব্বে দেবধর্ম্মের অবমাননা করছেন।

সেনাপতি। ক্ষত্রিয় সন্তানের নিকট স্বদেশ সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষাই তার প্রধান ধর্ম্ম। সে কুলধর্ম্ম রক্ষা করে, যদি নিরয়গামী হয়; তবে তার পক্ষে তাই স্বর্গ।

সন্ন্যাসী। আপনি কি মনে করেন, কেবল আপনার বাহুবলই এ রাজ্যকে রক্ষা করতে পারবে? হায়! অতিদাম্ভিকতায় মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়!

সেনাপতি। আমার বাহুবল এ দেশকে রক্ষা নাও করতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ এই বাহুস্থ শিরায় শেষ রক্তবিন্দু চলবে, ততক্ষণ আততায়ী যবনের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনায় আমি কখনই ক্ষান্ত হতে পারি না।

সন্ন্যাসী। আপনার মৃত্যু আসন্ন হয়েছে, নতুবা ব্রহ্মচারীর বাক্য অগ্রাহ্য করবেন কেন?

সেনাপতি। দেব, আপনার উপদেশ অগ্রাহ্য করি না, যা আদেশ থাকে বলুন। কিন্তু ক্ষত্রিয়সন্তান মৃত্যু ভয়ে কাতর নয়, সে পরাধীন হওয়া অপেক্ষা আসন্ন মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করে।

সন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র নহে, বিধাতার এই ইচ্ছা। আপনি মুসলমান সেনাপতির অনুগত হন,—কুললক্ষ্মী সহায় হবেন—আপনার বিপুল সম্পত্তি হবে।

সেনাপতি। (সক্রোধে) কি আর্য্যসন্তানের মুখে এমন কথা,—যবনোচিত বাক্য? ব্রহ্মচারী, তুমি ব্রহ্মতেজ হারিয়েছ, তুমি এখন আর আমার পূজ্য নহ। অনার্য্য, কোন্ ক্ষত্রিয় সন্তান অর্থলোভে অসি বিনিময় করে? ক্ষত্রিয়েরা ধন, মান, অন্নের আশায় অস্ত্রশিক্ষা করে না, স্বদেশরক্ষার নিমিত্তই অস্ত্র ধারণ করে। কাপুরুষ, ইচ্ছা হচ্ছে এখনই অস্ত্রাঘাতে তোমার দেহ দ্বিখণ্ড করি?

সন্ন্যাসী। (ভয়াকুল হইয়া) আল্লার দোহাই, আমায় একেবারে প্রাণে মারবেন না।

সেনাপতি। (সক্রোধে) কি ছদ্মবেশী? ম্লেচ্ছ, তোর এত স্পর্দ্ধা, ক্ষত্রিয়ের শিবিরে ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত? এখনই তোকে দ্বিখণ্ড করব, বল্ তুই কেন এখানে এসেছিস, কে তোকে পাঠিয়েছে।

সন্ন্যাসী। (সভয়ে) আজ্ঞে—এ—এ—এ——

সেনা। বল্ কি আজ্ঞে?

সন্ন্যাসী। গোলাম সেনাপতি—মহম্মদ কাসিমের লোক, আমায় রক্ষা করুন!

সেনাপতি। বল্ কেন পাঠিয়েছে?

সন্ন্যাসী। আজ্ঞে—এ—এ—এ

সেনা। আবার আজ্ঞে? বল্ কেন পাঠিয়েছে।

সন্ন্যাসী। আপনাকে উৎকোচ দিয়ে বশ করতে।

সেনাপতি। (সক্রোধে) ভীরু, তোকে বধ করে আমার অসিকে কলঙ্কিত করব না। ক্ষত্রিয়েরা কাপুরুষের বিরুদ্ধে অসি চালনা করে না। নীচাশয়, তোর সেনাপতিকে গিয়ে বল্ ক্ষত্রিয় সেনাপতি তার ন্যায় ক্ষুদ্রাশয় ও বিশ্বাস-ঘাতক নহে। পৃথিবীর সমুদায় ঐশ্বর্য্য একত্র হয়ে এই পদতলে লুণ্ঠিত হলেও স্বদেশের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় কোন দিন অস্ত্র উত্তোলন করে না। নরকের কীট, যদি মঙ্গল চাস্ এখনই পলায়ন কর।

(ভয়ে সন্ন্যাসীর কৃত্রিম বেশ স্খলন
ও বেগে পলায়ন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র।

চতুর্দ্দিক হইতে ক্ষত্রিয় সেনাগণের আগমন
ও কোলাহল।

(অসীধারী রক্ষিত সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান

গঙ্গাদিন সিংহ। (অসীধারী আমন্ত্রিত সৈন্যগণের প্রতি) বাল্যকালে তোমরা অস্ত্র চালনা অভ্যাস করেছিলে। অনেক দিন এই অসি কোষোন্মুক্ত হয় নাই, কোন দিন যে অভ্যস্ত বিদ্যার পরীক্ষা হবে এ আশাও ছিল না—সময় সেই সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত করেছে, প্রকৃত ক্ষত্রিয় সন্তানের ন্যায় এই সুযোগ আদরে গ্রহণ করেছ, ভীরুর ন্যায় উপেক্ষা কর নাই, ইহা তোমাদের গৌরব। যুদ্ধক্ষেত্রে এদেহ যদি পাতিত করতে হয় ক্ষতি নাই, তথাপি তোমরা পশ্চাতে পাদ মাত্র ভূমি গমন কর না। সৈন্যগণ, তোমরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে রণনিপুণ রক্ষিত সৈন্যগণের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হও।

[সৈন্যগণের তথাকরণ।]

ভীম সিংহ। (রক্ষিত ধনুর্ধারীগণের প্রতি) তোমরা এই অসিধারী সৈন্যদিগের পশ্চাৎদেশে দণ্ডায়মান হয়ে শত্রু-পক্ষের প্রতি অজস্রধারে বাণ নিক্ষেপ কর, তারা যেন নিশ্বাস ক্ষেপণের অবসর প্রাপ্ত না হয়।

ধীরসিংহ। (আমন্ত্রিত ধনুর্ধারীগণের প্রতি) এতদিন তোমাদের বাণ দূরতর আকাশপথগামী বিহঙ্গমের দেহ ভেদ করেছে, কোন দিন শত্রুদেহ ভেদ করে নাই। এখন সেই সুযোগ উপস্থিত, তোমাদের আশ্চর্য্য বাণ নিক্ষেপ কৌশল দর্শাইয়া ক্ষত্রকুলের গৌরব বৃদ্ধি কর। ক্ষত্রিয়েরা যে একমাত্র রক্ষিত সৈন্য দ্বারাই স্বদেশকে রক্ষা করে না, প্রত্যেক ক্ষত্রিয় সন্তান যে বিপদ কালে স্বদেশকে রক্ষা করতে সমর্থ, ইহা ম্লেচ্ছজাতিকে বিশেষ রূপে অনুভব করতে দাও। সিদ্ধিদাতা তোমাদের সহায় হউন। তোমরা রক্ষিত ধনুর্ধারীদিগের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হও।

[সৈন্যগণের তথাকরণ।]

রণবীরসিংহ। (অশ্বারোহী সৈন্যগণের প্রতি) যখন আর সমুদয় ক্ষত্রিয়ের বল পরাস্ত হয়, তখন তোমরাই স্বদেশ রক্ষার শেষ অবলম্বন। এই উন্মুক্ত অসির দ্বারা স্বদেশকে রক্ষা করিও, নতুবা এই অসিশয্যায় সমরস্থলে শয়ন করিও। এখন তোমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার কর।

[অশ্বারোহীগণের তদ্রূপ করণ]

অশ্বারোহণে সেনাপতির প্রবেশ।

সৈন্যগণের অসিসঞ্চালন দ্বারা অভিবাদন।

সেনাপতি। সৈন্যগণ, তোমরা যার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছ; এখন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের সময় উপস্থিত।

অদ্য স্বয়ং রাজ্যেশ্বরী তোমাদের পরিচালক, একথা কেহ বিস্মৃত হইও না।

অসি কটিদেশে লম্ববান, ধনুর্ব্বাণহস্তে বীরবেশে অশ্বারোহণে রাণীর প্রবেশ।

সেনাপতি ও সৈন্যগণের মস্তকাবনয়ন ও অসিসঞ্চালন।

রাণী। (সৈন্যগণের প্রতি) আজ ক্ষত্রিয় কন্যার পরম সৌভাগ্য; দেশের যাবতীয় বীরপুরুষ তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এখানে উপস্থিত। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়সন্তানের কুলধর্ম্ম—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে তাকে উত্তেজনা করতে হয় না। স্বদেশরক্ষায় ক্ষত্রিয়ের অসি সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। কিন্তু আজ কেবল স্বদেশ রক্ষা নহে, আর্য্যজাতির ধর্ম্মরক্ষা, আর্য্যকন্যাদিগের সম্ভ্রম রক্ষার ভার তোমাদের হস্তে। ক্ষত্রিয়কুলে এমন কুল-লাঙ্গার, এমন কাপুরুষ কে আছে যে ইচ্ছা করে, পরপীড়ক যবনের জয় নিশান ভারতের বক্ষে স্থাপিত হয়, আর্য্যজাতির সনাতন ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, আর্য্যনারী যবনের পদতলে দলিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়, যবনকন্যার পদ সেবায় নিযুক্ত হয়——

(সৈন্যদিগের মধ্য হইতে চিৎকার-স্বরে—না, এমন কাপুরুষ কেহ নাই—কেহ নাই—কেহ নাই) আমিও বলি "কেহ নাই"। তোমাদের ধ্বনি ঐ আকাশে উত্থিত হয়ে বলছে "কেহ নাই"। এই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে বলছে "কেহ নাই"। পাতালে প্রবেশ করে গভীর স্বরে বলছে "কেহ নাই"। (উর্দ্ধে শঙ্খনিনাদ

ও "নাই নাই" শব্দ)। ঐ শুন আবার দেবতারা স্বর্গ হতে আশ্বাস বাক্যে বলছেন "কেহ নাই"। তবে আর বিলম্বেও প্রয়োজন নাই, স্বদেশের প্রীতি, দেবতাদিগের আশীর্ব্বাদ নিয়ে বীরগণ এখনই নির্ভীকচিত্তে শত্রুপক্ষকে সমরে আহ্বান কর, তাহাদিগের শেষশয্যা এই তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র বিস্তৃত আছে, তাহাদিগকে শয্যায় শায়িত কর। "মাভৈঃ মাভৈঃ রণে"।

(সৈন্যদিগের মধ্য হইতে মাভৈঃ মাভৈঃ রণে। জয় ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, জয় সিন্ধুদেশাধিশ্বরীর জয়, জয় সিন্ধু দেশাধিশ্বরীর জয়।)

অন্যদিক দিয়া সসৈন্যে মুসলমান সেনাপতির প্রবেশ।

(সৈন্যদিগের মধ্যে জয়নিনাদ—আল্লাহু আকবর! জয় খলিফার জয়, জয় বসরাধিপতির জয়।)

কাসিম। (সৈন্যদিগের প্রতি) সৈন্যগণ অগ্রসর হও, এই ভারতের উর্ব্বরক্ষেত্র আজ হতে তোমাদের—তোমাদের প্রভুত্ব স্থাপন কর, ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন কর, কাফেরের দেবতাদিগের বক্ষে পদাঘাত কর, এই উন্মুক্ত তরওয়ালের সাহায্যে পবিত্র মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার কর, হিন্দু রমণীদিগকে বন্দী করে নিজ সেবায় নিযুক্ত কর।

রাণী । সৈন্যগণ, আর নীচাশয় যবনের অশিষ্ট বাক্যের প্রশ্রয় দিও না, এখনই উহাদের পাপজিহ্বা ভেদ কর।

(সৈন্যগণের অস্ত্রসঞ্চালন ও বাণ নিক্ষেপ, উভয় সৈন্যের ঘোর যুদ্ধারম্ভ ।)

(রাণী ও ক্ষত্রিয়সেনাপতিদিগের মধ্যে মধ্যে "মাভৈঃ মাভৈঃ রণে" শব্দ ।)

(মহম্মদ কাসিম ও তাহার অধীনস্থ সেনাপতিদিগের "আল্লা হু আকবর" শব্দ ।)

(রাণীর দক্ষিণ পদে বাণভেদ ও কতগুলি সৈন্যের কিঞ্চিৎ আকুলতা ।)

রাণী । (উচ্চৈস্বরে) একটা সামান্য বাণ মাত্র ; আমি এখনই তা খুলে ফেলছি। (বাণ বহির্গত করিয়া দর্শায়ন) এই দেখ বিপক্ষের সামান্য বাণ, আমার কিছু মাত্র ক্ষতি করতে পারে নাই। সৈন্যগণ তোমরা অগ্রসর হও ; ঐ দেখ শত্রুরা প্রাণভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিচ্ছে, কদলীবৃক্ষের ন্যায় তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের আঘাতে তারা দলে দলে ভূতলে পতিত হচ্ছে।

(মুসলমান সৈন্যের মধ্যে "পালাও পালাও" রব ও পলায়ন চেষ্টা ।)

রাণী । সৈন্যেরা অগ্রসর হও, পলাতকদিগকে ধৃত করে বধ কর, কিন্তু সাবধান যে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছে, যে শরণাগত হয়েছে, বা যে অস্ত্রাঘাতযন্ত্রণা ভোগ করছে, তার প্রতি

অস্ত্রক্ষেপ কর না। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র আততায়ীর বধের নিমিত্ত, কিন্তু আর্ত্তের রক্ষার নিমিত্ত।

(মুসলমান সৈন্যদিগের অনুধাবনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়সৈন্যদিগের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আলোরনগর—রাজবাটী।

স্ত্রীপুরুষ অনেকে একত্রে আসীন।

রাণী। (নিরাশার সহিত) দৈব যার প্রতিকূল তার আর জয় লাভের আশা কি? যুদ্ধের পর যুদ্ধে, আমরা জয়লাভ করিতেছিলেম; ক্ষত্রিয়বীরপুরুষেরা অতুল সাহসে শত্রুপক্ষকে বারবার আক্রমণ করে পরাস্ত, হত ও আহত করতেছিলেন; কিন্তু কে জানত যে ইহার মধ্যে এই বিপদ উপস্থিত হবে—আহারের অপ্রতুল হবে—ভোজ্যের পুনঃসংস্থান করবার উপায় থাকবে না? মানুষের শক্তি যা করতে পারে, সিন্ধুদেশের বীরপুরুষেরা, এরাজ্যের বীরকন্যারা তা করতে অবশিষ্ট রাখেন নাই। বীরপুরুষেরা অনাহারেও কাতর হন

নাই, যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচলিতভাবে শত্রুপক্ষকে বার বার আক্রমণ করেছেন। বীরনারীরা স্বয়ং অনাহারী থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহার সামগ্রী পাঠিয়েছেন; বালক বালিকারা পর্য্যন্ত অকাতরে তাহাদের আহারের ভাগ দান করেছে। সুকেশা অঙ্গনাগণ মাথার কেশ ছিন্ন করে, ধনুকের ছিলাবন্ধন-রজ্জু নির্ম্মাণ করেছেন; অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করে যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়েছেন! ধন্য বীরপুরুষগণ! ধন্য বীর নারী-গণ! ধন্য তোমাদের স্বদেশানুরাগ! তোমরা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছ, তা ক্ষত্রকুলের গৌরব-কর, স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদের তৃপ্তিকর এবং ক্ষত্রিয়বর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। হায়, এই আক্ষেপ, যে এত সাহস, এত যত্ন বিফল হল। শত্রুপক্ষ ক্ষত্রিয়ের পরাক্রমের নিকট পরাস্ত হয়েছিল, কিন্তু দৈববল ক্ষত্রিয়ের পরাক্রমকে পরাভূত করলে। এখন আর আক্ষেপের সময় নাই, চিন্তা করবার অবসর নাই, এখন যবনের অধীনতা স্বীকার বা জীবন পরিহার, কেবলমাত্র এই দুই আমাদের সম্মুখে আছে, যেটী প্রশস্ত বোধ হয়, অনুসরণ কর।

জনতার মধ্য হইতে।—আপনার ইচ্ছা কি?

রাণী। আমার ইচ্ছা মৃত্যু।

জ, ম হইতে।—আমাদের কি অন্য ইচ্ছা? ক্ষত্রিয়সন্তান মৃত্যু ভয়ে স্বাধীনতা বিক্রয় করবে? ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেবে?

রাণী। তোমাদের সকলেরই যদি এক ইচ্ছা হয়, তবে

উঠ—পুনরায় কোষ হতে অসি উন্মুক্ত কর, যবনসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে দেখাও, ক্ষত্রিয়েরা কিরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করে।

সৈন্যগণ। আমরা এই উঠলেম, এই অসি উন্মুক্ত করলেম, এখনই শত্রুমধ্যে প্রবেশ করব। কিন্তু আপনাদের রক্ষার উপায় ?

রাণী। স্বয়ং অগ্নিদেব আমাদের রক্ষা করবেন; আমরা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে চির নিরাপদ হব, যবনের কোন অত্যাচার আর আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। (দাসীর প্রতি) যাও, চিতাসজ্জার আয়োজন কর।

সৈন্যগণ। এই কি সকলের ইচ্ছা ?

বধূ। দাসীর ইচ্ছা—শ্বাশুড়ীর অনুসরণ।

অন্যান্য কুলকন্যাগণ। আমাদেরও ইচ্ছা চিতারোহণ, ক্ষত্রিয়কন্যার ধর্ম্মব্রতপালন।

সৈন্যগণ। তবে এখন আমরা নিশ্চিন্ত হলেম। কিন্তু শিশুদের উপায় ?

কুলকন্যাগণ একত্রে। মাতৃক্রোড়ই অসহায় শিশুদের আশ্রয়স্থান, আমরা তাদের বক্ষে ধারণ করে রাখব, তারা এই ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হবে। (অশ্রুত্যাগ)।

সৈন্যগণ। ক্ষত্রিয়নারীগণ, অশ্রু সম্বরণ কর, তোমাদের অশ্রু যেন আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিঘ্ন উপস্থিত না করে। শিশুদের ত্বরায় এখানে ডাক, এই জীবনের শেষ একবার

তাদের মুখচুম্বন ও স্নেহ আলিঙ্গন করে বিদায় হই। (কণ্ঠবাষ্পে অবরুদ্ধ)।

(কুলকন্যাদিগের অঞ্চল দ্বারা অশ্রুমার্জ্জন ও পশ্চাৎ হইতে শিশুদিগকে লইয়া আগমন)।

দশ, একাদশ, দ্বাদশবর্ষীয় শিশুগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একত্রে দণ্ডায়মান।

সকলে একত্রে। জননি, দাও আমাদের সামরিক বেশ, দাও তরবার, দাও ধনুর্ব্বাণ, আমরাও পিতার সহিত একত্রে যুদ্ধে প্রবেশ করি, ক্ষত্রশিশু পরাধীন জাতির ন্যায় দাসত্ব করে না, ঘাতকের হস্তে প্রাণদান করে না, যুদ্ধে বীরের ন্যায় প্রাণসমর্পণ করে। মা, দাও তরবার, দাও ধনুর্ব্বাণ, দাও সামরিক বেশ; আর বিলম্ব কর না, দাও—এখনই দাও।

জননীরা একত্রে। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাছা বল্, জননী হয়ে এখন কোন্ কঠিন প্রাণে তোদের বিদায় দি ; শত্রুর শাণিত তরওয়ার, শত্রুর কঠিন বাণ,—এত যত্নে পালিত, এই কোমল দেহ ভেদ করবে, মা হয়ে কেমনে কঠিন হৃদয়ে ইহা সহ্য করব ? বাছা, কাজ নাই যুদ্ধে গিয়ে,—যবনের নিষ্ঠুর, পাপ হস্তে প্রাণ দিয়ে। আয়, তোদের বক্ষে নিয়ে তাপিত প্রাণ জুড়াই। কোলের ধন কোলে থাক্, অনলে প্রবেশ করলে যখন চতুর্দ্দিগের অগ্নি দেহ দগ্ধ করবে, তখন যেন তোদের মুখ চুম্বন করে মরি।

শিশুগণ একত্রে। (সাশ্রুনয়নে) মা অপগণ্ড শিশুরা রইল, তাদের নিয়ে অনলে প্রবেশ করো, মৃত্যুকালে তাদের মুখ চুম্বন করো। আমাদের যুদ্ধে যেতে নিষেধ করো না, আমরা যখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছি, অস্ত্র চালনা অভ্যাস করেছি, তখন যুদ্ধে মৃত্যুই আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ; ক্ষত্রিয়-সন্তানের অন্য মৃত্যু কামনা করতে নাই। যে মৃত্যু স্বর্গলাভের পথ, সে মৃত্যুতে বিঘ্ন জন্মিও না।

জননীগণ একত্রে। বাছা তোমরা যুদ্ধে যাও, জিহ্বাগ্রে ত একথা বাহির হয় না, হৃদয়ে ত একথা সহ্য হয় না, তবে কি করে বিদায় দি, যদি একান্তই যাবে, তবে নাও এই সামরিক বেশ, নাও এই তরওয়ার, নাও এই ধনুর্ব্বাণ—ধর মায়ের এই আশীর্ব্বাদ। ভয়ে কাতর হয়ো না, হাতের অস্ত্র ফেলে দিও না, অসহায়ের নাথ তোমাদের রক্ষা করবেন।

শিশুগণ, একত্রে সমস্বরে,—

হিমাদ্রির মহাচূড়া, যদ্যপিও হয় গুড়া,
কক্ষভ্রষ্ট হয় রবি শশি।
সিন্ধু যদি শুষ্ক হয়, তথাপিও এ নিশ্চয়,
ক্ষত্রসুত না ত্যজিবে অসি।
দৃঢ়মুষ্টে ধরি অসি, করি এই পণ,
ভেদিব শত্রুর দেহ, অথবা জীবন,
ত্যজিব সমর স্থলে, শেষশয্যাতৃণদলে,

প্রাণ ভয়ে না করিব কভু পলায়ন ।
যুদ্ধে মরে স্বর্গ লভে ক্ষত্রশিশুগণ ।
যে মন্ত্রে হয়েছি দীক্ষা, করেছি যে অস্ত্র শিক্ষা
আজি তার পরীক্ষা সমরে;
যবনের কাটি শির, ক্ষত্রিয়ের শিশুবীর,
পুনরায় হরিশ অন্তরে- –
ঘরেতে আসিবে ফিরে, বন্দিবেক জননীরে,
তবে কেন বৃথা আজ ফেল অশ্রুজল ?
রাষ্ট্র ইহা চরাচরে, বীরমাতা নাহি ধরে,
গর্ভে পুত্র, জল পিণ্ড আশায় কেবল,
স্বদেশ জাতির মান, রাখিবেক দিয়ে প্রাণ,
এ আশায় মাত্র তাঁর পুত্র আকিঞ্চন ।
স্বদেশ রক্ষার হেতু, যদ্যপি জীবন সেতু,
ভেঙ্গে যায়, তাতে নাই খেদের কারণ ।
বলিয়া মধুর বোল, শেষের স্নেহের কোল ;
দিয়ে মাতঃ ত্বরাকরে করোগো বিদায় ;
শত্রুরা সংগ্রামে ডাকে, আর কি এখন থাকে
ক্ষত্রশিশু বদ্ধ হয়ে স্নেহের মায়ায় ।

জননীরা । (অতি ক্রন্দন সহকারে) বাছা, আয়, একবার কোলে আয়, দুঃখিনীর বুকের ধন বুকে আয়, একবার কোলে এসে অভাগিনীর হৃদয় শীতল কর । জন্মের শেষ আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন করে জীবন সার্থক করি । (ক্রন্দন করিতে করিতে

আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন)। হায়, এ জন্মে কি এই সুখ আর ভোগ করব না—এই মুখচন্দ্র আর চুম্বন করব না! এই সুখের কি এই শেষ হল! (কম্পিত কলেবরে পতনোন্মুখ ও বীরপুরুষগণের অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে ধারণ)।

বীরপুরুষগণ। শিশুগণ, অপেক্ষা কর, আমরাও একত্রে বিদায় হয়ে বি. আমরা তোমাদের অগ্রগামী হই, শত্রুর অস্ত্র আমাদের শরীর পুনঃ পুনঃ আঘাত করে যখন অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়বে, তখন তোমরা অগ্রসর হয়ে যবন সেনাগণকে আক্রমণ ও নিহত করো। (স্ত্রীদিগের প্রতি) ধৈর্য্য ধর, বীরনারীর উপযুক্ত ব্যবহার কর, বিপদে অধীর হয়ে অধিকতর বিপদকে ডেক না। ঐ শোন, যবনেরা আস্ফালন করছে, তোমাদের প্রতি কত অমর্য্যাদার কথা বলছে, স্ত্রীজাতির অমর্য্যাদাকারী দানবদের পাপজিহ্বার আর প্রশ্রয় দিও না, তাদের জীবনকে আর দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে দিও না। এখনই প্রেমালিঙ্গন দিয়ে বিদায় কর, যে পাপিষ্ঠেরা তোমাদের প্রতি কুকথা ব্যবহার করে; তাদের জীবন এই মুহূর্ত্তে শেষ করে স্বামীর উপযুক্ত ব্যবহার করি। ধিক্ সে কুলাঙ্গার নরাধমদিগকে, যারা মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয়, স্বদেশীয় বা বিদেশীয় কোন কুলকন্যার অপমান দর্শন করে অপমানকারীকে অক্ষত শরীরে ফিরে যেতে দেয়—আপনার শিরের সহিত তার শির বিনিময় করে না। ধিক্ সে দেশকে, যে দেশ স্ত্রীজাতির অমর্য্যাদাকারী দানবদিগকে বক্ষে ধারণ করে; ধিক্—

শত ধিক্ সে জাতিকে, যে জাতি তাহাদিগকে সমাজের জীব মধ্যে গ্রহণ করে, ক্ষত্রিয় সন্তান এমন জঘন্য জাতিকে পৃথিবীর বক্ষে স্থান দিতে চায় না ; তাদের নাম মনুষ্যের স্মৃতিশক্তি হতে বিলুপ্ত করতে ইচ্ছা করে, এই অস্ত্রের আঘাতে তাদের দেহ দ্বিখণ্ড করতে ক্ষত্রিয় সন্তান অস্ত্র উন্মুক্ত করে। (কোষ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দর্শায়ন)। দাও, বিদায় দাও, প্রেমালিঙ্গন দাও, বিলম্ব আর সয় না, শীঘ্র বিদায় কর, তোমাদের প্রেমালিঙ্গনে অজেয় হয়ে যুদ্ধে প্রবেশ করি।

স্ত্রীগণ। (নিজ নিজ স্বামীর স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া রোদন সহকারে) আর একটু বিলম্ব কর, ধৈর্য্য ধর, ইহ-জীবনের শেষ এই প্রেমমুখ একবার ভাল করে দেখে নি, জীবন সফল হোক্, হৃদয় তৃপ্ত হোক্, দুঃখযন্ত্রণার শেষ হোক্। আমরা বড় ভাগ্যবতী ছিলেম, যে তোমাদের মত পতি আমাদের ভাগ্যে ঘটে ছিল। বীরপুরুষ, তোমাদের কর্ত্তব্যে বিঘ্ন জন্মাব না ; কিন্তু থাক, আর একটু থাক, ইহ জন্মের শেষ একবার ভাল করে দেখি। যারা আমাদের প্রতি কুকথা বলছে, তোমরা তাদের নিপাত করতে যাচ্ছ, ইহার অধিক আর আমাদের সৌভাগ্য কি ? তোমরা যুদ্ধে চললে, বিধাতা তোমাদের মঙ্গল করুন। যদি অভাগিনীদের অদৃষ্টে অমঙ্গল ঘটে, ভয় নাই, পরকালে আবার সম্মিলিত হব। তবে যাও, যুদ্ধে প্রবেশ কর ; আমরা অগ্রে গিয়ে স্বর্গরাজ্যে তোমাদের সুখশয্যা প্রস্তুত করি।

দৃঢ় আলিঙ্গন ও পরস্পরের মুখচুম্বন।

স্থনীতি। (মন্ত্রীর প্রতি) পিতঃ, এখনও কি আপনার কঠিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না, কুলানুরোধে কি স্নেহের কন্যাকে এই স্বর্গোচিত সুখে এখনও বঞ্চিত করবেন? বীরপুরুষের সঙ্গে আমি পরকালেও সম্মিলিত হই, ইহাও কি আপনার ইচ্ছা নহে? না,—আপনার হৃদয় এই অভাগিনী কন্যার দুঃখে সর্ব্বদা কাতর, এখন—এই জীবনের শেষ সীমায় তাকে কখনই অসুখী করবেন না। আপনার স্নেহের কন্যা অনুমতি প্রার্থনা করে।

দাসীদিগের চিতাসজ্জার সামগ্রী লইয়া প্রবেশ।

মন্ত্রী। (পুষ্পপাত্র হইতে মালা চন্দন লইয়া) এই তোমার পিতৃভক্তির পুরস্কার, অসাধারণ ধৈর্য্যের যৌতুক—ধর, যে গন্ধমাল্য চিতা সজ্জার আয়োজন রূপে এখানে আছে, তাই তোমার বরমাল্যের ভূষণ হোক্। তুমি অগ্রসর হয়ে সেনাপতিকে বরণ কর।

স্থনীতি। (সেনাপতির গলায় বরমাল্য প্রদান করিয়া) বীরপুরুষ দাও, একবার আমায় ইহ জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেমালিঙ্গন দাও। তোমার মধুর প্রেমালিঙ্গনে জীবন পবিত্র হোক্, হৃদয় শীতল হোক্, শরীরে অমৃতধারা বর্ষিত হোক্, ক্ষণকালের জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হলেম,—আশা, অনন্তকালের জন্য পরকালে সম্মিলিত হয়ে থাকব। (আলিঙ্গন ও সেনাপতির বাহুযুগল মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)।

বধূ। (সরোদনে) আজ ভাগ্যবতী ক্ষত্রিয়কন্যাদের কি শুভ দিন! তাঁরা সকলে আজ প্রেমালিঙ্গন দিয়ে স্বামীকে যুদ্ধে বিদায় দিচ্ছেন। কিন্তু আজ আমি এই বাহুযুগলে কাকে আলিঙ্গন করে বিদায় দেব? হায়, আমার স্বামী এখন কোথায়? —শত্রু সম্মুখে—যবনেরা আজ আমায় কত কুকথা বলছে, কিন্তু তিনি জীবিত থাকতে, তাঁর অস্ত্র আজ দ্রোহীরাজের পুত্রবধূর, তাঁর স্ত্রীর, অসম্মানকারী অসুরের বিরুদ্ধে চালিত না হয়ে, নিজ প্রাণ রক্ষার উদ্দেশে কোন্ অরণ্যে বন্য পশুর অনুসরণ করছে? ইহার অধিক ক্ষত্রিয়পুরুষের কলঙ্ক আর কি আছে? আমি এ দুঃখ কোথায় রাখব—হৃদয় ত এ দুঃখভার আর সহ্য করতে পারে না, শরীরের পক্ষেও এ যন্ত্রণা অসহ্য হয়েছে। যে বলে, রাজ্যে সুখ—ঐশ্বর্য্যে সুখ, অঙ্গনাদের আভরণে সুখ, রাজার কন্যা, রাজার বধূ হয়ে সুখ, সে আজ দেখুক ইহার কিছুতেই সুখ নাই। আজ যদি এরাজ্যের নিতান্ত দুঃখিনী, ভিখারিণীর সঙ্গে আমার সমুদয় সম্পত্তি বিনিময় করেও প্রাণেশ্বরকে পাই, আমি এই মুহূর্ত্তে সব বিনিময় করে ফেলি।—যে চাও, সে এস,—রাজ্যেশ্বরী হও, এসমুদায় ঐশ্বর্য্য অধিকার কর, তার পর একবার দেখ আমার এ দুঃখের ভার সহ্য করতে পার কিনা। সুখ—রাজ্যে নয় সুখ ঐশ্বর্য্যে নয়, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, বন্ধুত্বের আদান প্রদানে সুখ, দয়া বিতরণে সুখ, অসহায়কে আশ্রয় দানে সুখ, বিপন্নের বিপদ নিবারণে সুখ, কখনও বা পর নিগ্রহ ভোগেও সুখ, আর যার সংসারে

কোন সুখের আশা নাই তার মৃত্যুই সুখ। অভাগিনীর আজ এই শেষ সুখ—মৃত্যু চিন্তায় আজ আমার পরম সুখ। প্রাণেশ্বর, অধিনীর শেষ ভিক্ষা একবার কাছে এস, মৃত্যুকালে দেখা দাও। আমি কি এমনই অপরাধ করেছি, যে চির কালের জন্য পরিত্যক্ত হলেম ? না হয় বরং আমিই চির অপরাধিনী হয়েছি, ক্ষমার অযোগ্য ব্যবহার করেছি, দানবীর ন্যায় নিষ্ঠুর কথা বলেছি, কিন্তু তুমিত নির্দ্দয় নও, তুমিত অভাগিনীকে চিরদিন ভাল বাস, তবে এসময় একবার নিজ স্নেহ স্মরণ কর, নিজ স্বভাবের উপযুক্ত মহত্ব প্রদর্শন কর, একবার, কেবল একবার, দেখা দাও। যদি দেখা দিলে না তাপিত হৃদয়কে শীতল করলে না, তবে এই দেখ তোমার অসি—পিতৃদত্ত যৌতুক, বক্ষে বিদ্ধ করে হৃদয় শীতল করি। (অসি উত্তোলন ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)।

নেপথ্যে। আল্লা হু আক্‌বর, আল্লা হু আক্‌বর।

সৈন্যগণ একত্রে। ছাড়—আরনা—ছাড়—ঐ যবনেরা আসছে, তোমরা চিতার আয়োজন কর, আমরা এখনই আততায়ীদিগকে আক্রমণ করি।

(উল্‌কাপাত, বিদ্যুৎ ক্রীড়া, বজ্‌্রধ্বনি ও ভূকম্পন।)

ক্ষত্রনারীগণ। (ভয়াকুলিত স্বরে) ওমা, উল্‌কা পাৎ—বিদ্যুৎ,—বজ্‌্রধ্বনি—ভূকম্পন, পৃথিবী যে একেবারে টলমল করছে। কি সর্ব্বনাশ, চতুর্দ্দিগে যে কুলক্ষণ—মহা

বিপদের চিহ্ন ! প্রাণেশ্বর (হস্ত ধরিয়া) প্রাণেশ্বর ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে গিয়ে কাজ নেই।

সৈন্যগণ একত্রে। ভয়বিহ্বলে, কেন ভীত হও ? মনুষ্যের পক্ষে যত বিপদ সম্ভব, সে সমস্ত একত্র হয়ে আজ নিষেধ করলেও আমাদিগকে নিবারণ করতে পারে না। কোন কুলক্ষণ, কোন বিপদের আশঙ্কা, আর আমাদিগকে বিচলিত করতে পারে না ; প্রাণ দিয়ে ক্ষত্রিয় সন্তান কর্ত্তব্য পালন করে।

নেপথ্যে। আল্লাহু আকবর ।

সৈন্যগণ। ছাড়—আর না—ছাড়—

প্রস্থান।

শিশুগণ। মা, পদধুলি দাও, আশীর্ব্বাদ কর, আমরাও চললেম।

[পদধূলি গ্রহণ ও প্রস্থান।

(ক্ষত্রনারীদিগের মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন।

(একজন বন্দীর মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন ; অন্য দিগে চিতার আয়োজন)

রাণী। (স্ত্রীলোকদিগের প্রতি) চিতা সুসজ্জিত ; এস এখন আমরা সকলে পট্টবস্ত্র পরিধান করে মালা চন্দনে সুশোভিত হই, চিতা প্রদক্ষিণ করে অগ্নিদেবকে বন্দনা করি।

(সকলের অন্তরালে যাইয়া বস্ত্র পরিধান ও মালা চন্দন গ্রহণ ও পুনরায় আগমন।)

বন্দী। ধন্য বীরপুরুষগণ! ধন্য তোমাদের সাহস, ধন্য তোমাদের যুদ্ধকৌশল! শত্রু নিপাত না করে, কেহ সমর-শয্যায় শায়িত হচ্ছনা। ধন্য শিশুগণ! ধন্য তোমাদের বীর-পনা, ধন্য তোমাদের অস্ত্রশিক্ষা, অকাতরে শত্রুর সম্মুখে অস্ত্র চালনা করছ, শত্রুকে আঘাত করছ, এক সঙ্গে উভ-য়ের দেহ ভূতলে পতিত হচ্ছে।

স্ত্রীলোকদিগের চিতা প্রদক্ষিণ ও অগ্নিবন্দনা।

বন্দী। কি সর্ব্বনাশ, আর যে ক্ষত্রিয়সৈন্যের চিহ্ন দেখ্‌ছিনা, সকলেই যে নিপতিত হল!

নেপথ্যে। আল্লা হুঁ আকবর, জয় খলিকার জয়, বসরাধি-পতির জয়। লুট কর, লুট কর, ধর, সুন্দরীদের ধর, বন্দী কর, প্রেমালিঙ্গন কর।

রাণী। (ব্যস্ততার সহিত) সকলে প্রস্তুত হও, অনলে প্রবেশ কর, আমরা চল্লেম, কিন্তু ভারতের সুসন্তান যদি কেহ থাক, স্ত্রীজাতির অসম্মানকারী অসুরদিগের পাপ-জিহ্বা খণ্ড খণ্ড করো, ভারতে বরং যেন আর্য্যকুল বিলুপ্ত হয়, তথাপি এক জন আর্য্যসন্তান জীবিত থাকতে এমন দানবেরা ভারতের বক্ষে যেন বিচরণ না করে।

নেপথ্যে। ধর, ধর, সুন্দরীদের ধর।

ঝম্প দিয়া সকলের অগ্নিপ্রবেশ।

[যবনিকা পতন।

পরিস্থান।

পরীগণের গীত।

রাগিনী মল্লার, তাল আড়া।

সোনার ভারত আজ যবনাধিকারে।
ভারত সন্তান বক্ষ ভাসে অশ্রুধারে।
জ্ঞান রত্নাদির খনি, সভ্যতার শিরোমণি,
আজি সেই পুণ্যভূমি, ডোবে গভীর আঁধারে
যার ধমনি প্রবাহে, আর্য্যের শোণিত বহে,
সে কিরে কখন সহে, এ ভীষণ অত্যাচারে
সে বংশে যে জন্মে থাক, জাতির সম্মান রাখ,
যবনের রক্তে আঁক, আর্য্যকীর্ত্তি চরাচরে।
পুরুষেরা অস্ত্র ধর, যুদ্ধে যেয়ে মেরে মর,
অনলে প্রবেশ কর, যত রমণীনিকরে।
ভারত শ্মশান হোক, মরু হয়ে পড়ে রোক,
তবু অধীনতা বেড়ি, রেখনারে পায়ে ধরে।